গল্পের ফোয়ারা

(যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)

প্রথম বই

জ্যোতিপ্রভা দেবী এম. এ. বি. টি.
Dip. in Edn. (London)

প্রকাশক
শ্রীরজত সেন
IND BOOK CO.
44 Hazra Road, Calcutta.

প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩
মূল্য একটাকা চারি আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২০ ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গল্পের ফোয়ারা

শেয়ালে বেড়ালে

শেয়াল ও বেড়ালে একদিন খুব কথা কাটাকাটি হ'ল,—তাদের দুজনের ভিতর কে বেশী চালাক।

বেড়াল বলল,—"ভাই, আমার পুঁজি কেবল একটু-খানি চালাকি ;—কুকুরের তাড়া পেলে একলাফে আমি গাছে উঠেই বাঁচি।"

শেয়াল বলল,—"সে কি! আমার মাথায় যে হাজার রকমের চালাকি খেলছে।

যেই বলা অমনি একদল শিকারী কুকুর এসে পড়ল। বেড়াল এক লাফে গাছের আগডালে উ'ঠে চুপটি ক'রে লেজ ঝুলিয়ে ব'সে রইল।

শেয়াল এদিক ওদিক দৌড়ায়,—আর ভাবে,—"আমার হাজার চালাকির কোন্‌টা খাটাই এখন ?"

কখনও সে ঢুক্‌ছে ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে, কখন ছুট্‌ছে মাঠের ওপরে কাঁটা-বনের ভেতর দিয়ে,—কখনও বা ডোবার জলে সারা গা' চুবিয়ে নাকটি বা'র ক'রে চুপটি ক'রে থাকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কুকুর এসে যখন তাকে ধ'রে ফেললে, তখন গাছের ডাল থেকে বেড়ালটি লেজ ঘুরাতে ঘুরাতে বললো,—

ও ভাই তোমার—হাজার চালাকি,—সবই যে ফাঁকি !

এক চালাকি ঢের যে ভাল,

তাতেই বেঁচে যাই !

চাল্-চালাকির হরেক খেলায়

মারা পড়লে ভাই !
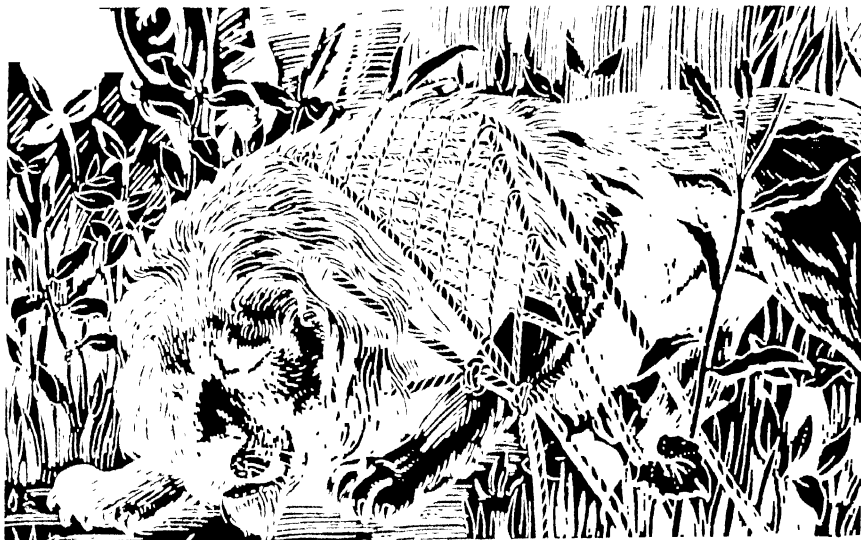
সিংহ-ইঁদুরে

হার মাঝে পশুর রাজা ঘুমোয় ঢু'লে ঢু'লে ;
ইঁদুর গিয়ে নাকের ভেতর ঢুকে পড়লো ভুলে
রাজা মশাই মারলো থাবা ;
ধরা পড়্‌লো ইঁদুর হাবা।

বল্‌লো ইঁদুর চোখের জলে,—"দেখো, মহাশয়,
ছোটো আমি ; আমায় মারা রাজার উচিত নয় !
বাঁচাও মোরে এবার,
পায়ে পড়ি তোমার !"

ইঁদুর পেলো ছাড়া সেদিন। ছুট্‌লো মনের মতো,—
চল্‌লো গেয়ে,—"বেঁচে গেনু, রাজার দয়া কতো!
"এমন রাজা ভাই!
কোনো দেশে নাই।"
সিংহ মশায় ঘু'রে ফি'রে শিকার খুঁজতে বনে,
ফাঁদে পড়ে গেলো হটাৎ; তরাস জাগলো মনে!
কাঁদন দিলো জু'ড়ে
সারা বনটি পূ'রে।
সেদিন রাজার কাঁদুনিতে কেঁপে উঠ্‌লো বন!
রাজার গলা চিন্‌লো ইঁদুর; গল্‌লো তাহার মন।
দেখ্‌লো ফাঁদের ভারে
রাজা নড়্‌তে নারে!
ভাব্‌লো ইঁদুর, বৃথায় রাজা করছে হাঁকাহাঁকি;
সারা গায়ে জালের বাঁধন, মিছে দাপাদাপি!
ইঁদুর ভাবলে, হায়,
রাজা মারা যায়!
এমন দয়াল রাজার তরে চোখে জল এলো,
বল্‌লো রাজায়,—"আছি আমি, কী করব বলো।"
সিংহ তখন তারে
দেখ্‌তে পেলো নারে।
ইঁদুর তখন বসে বসে কাট্‌তে লাগ্‌লো রশি;
যবে সকল বাঁধন রাজার পড়ে গেলো খসি,

সিংহ বল্‌লে,—“একি ?
ছাড়া পেলুম দেখি !”
ইঁদুর তখন ধীরে এসে লুটায় পায়ের তলে ;
বল্‌লে,—“আমি আছি বেঁচে তোমার দয়া বলে।”
সিংহ চোখের জলে
ইঁদুরটিরে বলে,—
“জানতুম নাকো একটি ফোঁটা দয়ায় এত ফলে ;
দয়ার বলে ফল্‌লো সোণা ধূ ধূ বালির তলে !”

গাধার ছায়া

গরমের দিনে একজন চাষা এক গাধা করলে ভাড়া। সে গাধায় চ'ড়ে যাবে কিছু দূরে এক বাজারে। তখন দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছিল চারদিক।

খানিকটা গিয়ে চাষা গরমে মারা যায় আর কি! সে নেমে গাধার ছায়াতে একটু জিরোতে বস্‌ল। সে যেই বসেছে, অমনি গাধার মালিক বললে,—"আমিও একটু ছায়াতে বসি, গরমে আর বাঁচিনে!"

তখন চাষা বললে,—"গাধা যখন ভাড়া করেছি তার ছায়াটাও আমার। আমিই শুধু এখানে বসব; তোমাকে বসতে দেবো না।"

গাধার মালিক মাথা নেড়ে বলল,—"বল কিহে! তুমি শুধু গাধাটাই তো ভাড়া করেছ, তার ছায়াটা তো আর ভাড়া করনি। ছায়া আমার; আমি বসব এখানে; দেখি, তুমি আমায় কি করতে পারো!"

এই নিয়ে দুজনে স্নুরু করলে খুব বকাবকি; পরে চেঁচামেচি হ'ল;—শেষে দুজনে হাতাহাতি, মারামারি আর গালাগালি!

গাধাটা ছাড়া পেয়েই একদিকে ছুটে পালালো; সে যাবার সময় তার মিঠে স্নুরে বললে,—

"বোকার সেরা—এ অপবাদ গাধাই স'য়ে মরে।
গাধার চেয়ে বোকা যারা, লড়ে ছায়ার তরে।"

নেই! আর ভেড়া, মোষের শিং,——আরে ছিঃ—এর কাছে কি লাগে? হায়, হায়, আমার এই লিক্‌লিকে সরু পাগুলোই সব মাটি করে দিয়েছে! এমন চেহারায় এমন পা!—যেন এক একটা কাঠি—কী বদ দেখতে!"

ঘৃণায় নাক টেনে হরিণ যেই মাথা খাড়া করলে, অমনি তীরের দিকে চেয়ে দেখে—দূরে এক শিকারী,—সাথে তার গোটা কতক কুকুর!

তাদের যেই দেখা, হরিণ অমনি জল থেকে লাফিয়ে উঠে দিলে ছুট। যে পা গুলোর এত দোষ সে দেখছিল তা'র বলেই সে বনের ভিতরে অনেক দূর ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে।

শেষে এক ঝোপের ভিতর ঢুক্‌তে গিয়ে গাছের লতাপাতা আর ডালের মাঝে তার শিঙগুলো গেল আটকে! সে আর না পারল নড়তে, না পারল ছুট্‌তে।

এদিকে কুকুরগুলো এসে তাকে ধরল কামড়ে। একটা কাক সব দেখেছিল— সে তখন হরিণের পানে তাকিয়ে বল্‌লে,—

"শোভা নেই ব'লে করেছো যাদের হেলা,
তারাই তোমারে বাঁচালো মরণ-বেলা।
করিলে গরব যাদের দেখিয়া সাজ,
তারাই তোমার মরণ ঘটালো আজ!"

মশা ও ষাঁড়

শা একটি পোঁ পোঁ করে উ'ড়ে এসে বসলো এক ষাঁড়ের শিঙের ওপর। মশাটি ষাঁড়কে বললে, —"দেখুন মশায়, আমি আপনার শিঙের ওপর ব'সে আপনার ওপর আমার সব ভার চাপিয়েছি, —তা' আপনি কিছু মনে করবেন না। যখন আমার ভারে আপনার ঘাড় আর মাথা টন্ টন্ করবে, বলবেন আমায়, আমি চ'লে যাব উড়ে।"

ষাঁড় বললো,—"এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই ; তুমি এত ছোট যে তুমি থাক বা যাও,—যা'ই কর—দুইই আমার কাছে সমান ! আমি বুঝতেই পারছিনে, তুমি কোথায় এসে বসেছো। দেখছি—

অতি ছোট যাঁর মন,
বড় কথা তিনি ক'ন।"

বুড়ো সিংহের দশা

এক ছিল সিংহ। সে খুব খুরে বুড়ো হয়েছে,—শিকার করতে পারে না, —চলতেও পারে না সে।

এমনও এক দিন ছিল, যখন তার লাফালাফি, দাপা-দাপিতে সারা বন কাঁপত; কত জানোয়ার তার এক থাবার ঘা খেয়েই মারা পড়েছে!

আজ আর সে দিন নেই তার—সে বল নেই। আজ সে মরতে বসেছে ; তাই বনের কোণে গছের তলায় নিঝুম হয়ে সে পড়ে রয়েছে।

মূলোর মত দুটো দাঁত বা'র করা এক শূয়োর হটাৎ এসে তার গায়ে ধারালো দাঁত দুটো দিলো ফুটিয়ে।

তার পর এক ষাঁড় এসে সূঁচলো সূঁচলো শিঙের গুঁতা মেরে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে।

তখন সিংহ চোখের জল ফেলছে, আর ভাব্‌ছে,—"এত দুঃখও ছিল আমার কপালে। সারা জীবন যাদের ঘাড় মটকে ভেঙেছি, তাদের হাতেই আমার এত অপমান!"

এমন সময় এক গাধা কোথা থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে সিংহের মুখে মারূল—এক লাথি!

সিংহ তখন ধুঁকৃতে ধুঁকৃতে বললে,—

সামনে আমার দাঁড়িয়ে যারা লড়াই ক'রে যে'ত মরে,
তাদের না হয় দু'দশ গুঁতো সইনু মাথা হেঁট ক'রে!
যে আমার ডাকটি শুনে ম'রে থাকত ধুলোয় লুঠে,
আজ সে ভীরুর অধম পশুর লাথিতে মোর পরাণ-টুটে!
হারিয়ে সব সাহস, বল, বড় দুঃখের বুড়ো হওয়া,
তার চেয়ে ভাল, আধ-বয়সে মরার মতন মরে যাওয়া!

গাধা ও তার মনিব

ধা ছিল বাগানের মালীর কাছে। তাকে মোটেই কাজ করতে হ'ত না। খেতেও সে পেতো খুব। তবুও তার ভাল লাগলো না সেখানে।

সে একদিন দেবতাদের রাজাকে ডেকে বললে,—"ঠাকুর, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না; আমাকে একটি ভাল মনিবের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

পরদিন মালী গাধাটিকে বেচে ফেললে এক কুমোরের কাছে। সেখানে গাধাটির খাটুনি বেড়ে গেল বটে, সে আগের মত খাবার পেতো খুব। তবু তার মনের সেই খুঁত খুঁতে ভাব আর গেলো না।

সে আবার দেবতাদের ডাকতে লাগলো,—"ঠাকুর, আমাকে এই খাটুনি হ'তে বাঁচাও।"

এবার সে পড়লো এক চামারের হাতে। সে তার পিঠে চামড়ার বড় বড় বোঝা চাপাতো; আর চল্‌তে দেরী হ'লে তার পিঠের উপর খুব

জোরে চাবুক চালাতো। সেখানে সে খেতেও পেতো খুব কম। তখন বেচারীর যা' দশা!

সে তখন মনের দুঃখে ভাবত,—"আহা, মালীর কাছে কি সুখেই না ছিলুম! এখন আমি মরে গেলেও যে এই চামার বেটা আমায় ছাড়বে না; মরার পরও যে এ বেটা আমার ছালটিও তুলে নেবে! এখন বেশ বুঝতে পারছি,—

খুসী যারা আপন কাজে
সুখী তারা, তারাই সুখী!
খুঁত ধরে যে সকল কাজে,
দুঃখী সে জন,—সেই তো দুঃখী।"

চাতক ও তাহার ছানা

মাঠ ভরা ধান। সেই মাঠে এক চাতকের বাসা। ধান উঠেছে পেকে ; কাটবার আর বড় দেরী নেই।

চাতক-মা সকালে ছেলেদের জন্য খাবার খুঁজতে বে'র হবার সময় রোজ তার ছেলেদের এই বলতো, —"চাষীরা এসে ধান কাটবার কথা কে কি বলে শুনে রাখিস ; আমি এলে আমায় সব বলবি।"

সেদিন চাষী এসে বললে,— "ধান যে বেশ পেকেছে ; পাড়া-পড়শীদের ডেকে ধানগুলি শীগ্গির কাটাতে হবে।"

যখন তাদের মা ফিরে এলো, ছানাগুলি তাড়াতাড়ি মাকে এই খবর দিলে। মা সব শুনে বললে,—"ফসল তুলতে চাষার এখনও ঢের দেরী!"

তুদিন পরে চাষী এসে যখন দেখলো যে ধান কাটা হয়নি, তখন সে তার ছেলেকে ডেকে বল্লে,—"তোমার কাকা ও দাদাদের নিয়েই কালই ভোরে ধান কাটা স্থরু করে দাও! আর দেরী কোরো না।"

মা ফিরে এলে ছানাগুলি কিচিমিচি ক'রে তাকে এই কথা জানালো। তখন তাদের মা বললে,—"বাছারা ভয় পেয়েছিস? কেন? ধান কাটবার এখনও যে দেরী।"

তুদিন পরে চাষা এসে যখন দেখলো ধান কাটা স্থরু হয়নি, তখন সে বললে,—"পরের উপর ভার দিয়ে কিছুই তো হ'ল না দেখছি। আমাকেই কাল ভোর থেকে ধান কাটা স্থরু করতে হবে।"

এই কথা শুনে মা ছানাদের নিয়ে এই বলতে বলতে বাসা ছেড়ে উড়ে চলে গেল,—

"শেষ হবে না কোনো কাজ দিলে পরের হাতে;
আপন বোঝা তুলে নিও গো সবাই আপন মাথে।"

শিকারী আর ঘোড়-সওয়ার
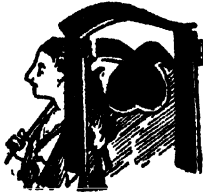
শিকারী একজন একটি খরগোস মেরে সেটিকে তার কাঁধের উপর ফেলে বাড়ী ফিরছিল। পথে দেখলে, একটি ঘোড়-সওয়ার তার পাশ দিয়ে চলেছে। সে খরগোসটি দেখেই বললে,—"দেখিহে ওহে, তোমার খরগোসটি; বেচবে ত? কত দাম?"

শিকারী মনে করলে,—"বুঝি খরগোসটি বাবু কিনবেন।" তাই সে খরগোসটি বাবুর হাতে দিলে তু'লে।

খরগোসটি হাতে নিয়েই বাবুটি জোরে দিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে। শিকারী বেচারা আর করে কি, সেও বাবুটির পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলো।

তাকে ছুটতে দেখে বাবুটি আরও জোরে ঘোড়া দিলেন চালিয়ে।

বেগতিক দেখে শিকারী চেঁচিয়ে বললে,—"ও মশাই, আর দৌড়াও কেন? ওটা তোমায় বখ্শীষ দিলুম, জেনো।"

বিষম বিয়ে

নের পথ দিয়ে এক ইঁদুর চলেছে; যেতে যেতে সে দেখ্‌তে পেলে এক সিংহ ফাঁদে প'ড়ে খুব হাঁক ডাক করছে।

ইঁদুরটিকে দেখে সিংহ বল্‌লে,—"ওহে বাপু, এই দড়িগুলি কেটে যদি তুমি আমায় বাঁচাও, তা'হলে তুমি যা' চাইবে তাই পাবে।"

ইঁদুর তখুনি সিংহের বাঁধনগুলি কুট্‌ কুট্‌ ক'রে দিলে কেটে। সিংহ তখন খুব খুসী হয়ে বললে,—"তুমি কি বখ্‌শীষ চাও?"

অনেকদিন থেকে ইঁদুরের মনে সাধ হয়েছিলো সে সিংহের মেয়েটিকে

বিয়ে করবে। বেড়াল, সাপ, বেজী সবাই ইঁদুরের যম। তা'রা দেখলেই তাকে মেরে ফেলে। আর যারা তাকে একেবারে মেরে ফেলেনা তা'রা তাকে ছোট বলে ঘৃণা ক'রে থাকে।

তাই তার মনে হ'ল, রাজার জামাই হ'লে আর কেউ তাকে কিছুই বলতে পারবে না। তাই সুবিধা পেয়ে সে সিংহকে ব'লে ফেল্‌লে—"মহারাজ, তোমার মেয়ের সাথে—আমার—বিয়ে দাও।"

রাজা-রাজড়াদের কথার নড়চড় হবার যো নেই।

সিংহের যেমন কথা তেমন কাজ, সে হুকুম দিলে,—"আজই আমার মেয়ের বিয়ে হবে।" সেদিন সব পশুদের খুব ভোজ হ'ল, নাচ-গান হ'ল; তারপর সিংহের মেয়ের সাথে ইঁদুরের বিয়ে হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর মেয়ে যখন তার বাসর ঘরে ঢুকবে, ইঁদুরটি ছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ইঁদুর খুব ছোট কিনা; তাই সিংহের মেয়ে তাকে দেখতেই পায় নি; ঘরে ঢুকবার সময় ইঁদুর তার বৌয়ের থাবার তলে চাপা পড়ে মারা গেলো।

তখন সিংহের মেয়েটি মরা ইঁদুরটিকে হাতে তুলে নিয়ে বললো,—

"সমানে সমানে না হ'লে মিল,
কপালে সুখ ঘটেনা তিল।
সিংহীর জামাই সিংহ হবে
ইঁদুর জামাই হয়েছে কবে?"

পোনা ও পুঁটি

না-পুঁটিতে একদিন নদীর অগাধ জলের তলে ভারি ঝগড়া হ'ল। পোনারা সবাই বলে উঠলো,—"তোদের জীবন ছাই! এক ফোঁটা মাছ;—দেখতেও তো পাইনে;—আর নদীর ঢেউয়ে ভেসে ভেসে কোথা হ'তে কোথায় চ'লে যাস, তারও ঠিকানা নেই। এমনি ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।"

পুঁটিরা বললে,—"আমরা ভাই, ছোট মাছ; নদীর এক কোণে থাকি পড়ে,—কেউ আমাদের জানে না,—সেই আমাদের বেশ লাগে! তোমরা রুই কাতলার জাত, তোমাদের মত ছুটোছুটি ক'রে, নদীর জল ওলট পালট ক'রে—নিজেদের অত বড়াই ক'রে বেড়াবার সখ কি আমাদের আছে?"

পোনা মাছের লাফালাফি দেখে এর দু'দিন পরে এক জেলে সেই নদীতে ফেললে জাল। মোটা সোটা রাশভারী সব পোনাগুলো জালে আট্‌কা পড়ে গেলো; আর পুঁটিগুলো হাসতে হাসতে জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তখন তারা বলছিল,—

"বড় ছোট রচেছেন সবি' ভগবান;
তাঁর চোখে ছোট বড় সবাই সমান।
বড় যদি ছোটদের করে অবহেলা,
আপন মরণ ডেকে আনে শেষ বেলা।"

খরগোস আর বেঙ

রগোসের পদে পদে বিপদ! কি মানুষ, কি জানোয়ার সবাই তাদের মারবার জন্য করছে তাড়া। কুকুর বল, বিড়াল বল, শেয়াল বল,—খরগোসকে একবার পেলেই হয়—কেউ আর তাদের ছাড়ে না—এই তো তাদের দশা!

তাই সব খরগোস মিলে একজোট হ'য়ে ঠিক করলে,—যখন আমাদের মত হতভাগা জীব আর দুনিয়ায় নেই, যখন দুমিনিট একটু নিরিবিলি ব'সে থাকা আমাদের কপালে নেই, তখন আমাদের জলে ডু'বে মরাই ভালো। দিনরাত কেবল ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকায় ফল কি?"

সবাই মিলে জলে ডু'বে মরবে এই ঠিক ক'রে এক ডোবার দিকে তারা ছুটলো,—জলে ঝাঁপ দিয়ে যেন সবাই এক সাথে মরতে পারে।

এখন হোয়েছে কি, সেই ডোবাতে অনেক বেঙ থাকত। তারা ডাঙাতে উ'ঠে ব'সে ব'সে রোদ পোয়াতেছিল। খরগোসদের সেদিকে ছু'টে

আসতে দেখে তাদের সবারই বুক ভয়ে দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠলো। তাদের মধ্যে তখনি কেউ কেউ ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ ক'রে জলে দিলে ঝাঁপ। আর কেউ কেউ পানার তলায় থেকে মাথা বা'র ক'রে লুকিয়ে রইলো।

সরদার খরগোসটি সবার আগে আগে ছুটে আসছিল। সে একটি বেঙকে বললে,—"কি ভাই! একি? তোমরা সবাই পালিয়ে যাও যে!"

একটি বুড়ো বেঙ সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এসে বললে,—"আমরা জলে-কাদায় খেলছিলুম; সেখানে একটি সাপ এসে আমাদের কপ্ কপ্ করে গিলতে করলো সুরু; তাই আমরা এই কয়টি মিলে বাঁচবার আশায় ডাঙাতেই বসে আছি; এখানেও যে আপনাদের পায়ের চাপে মারা পড়ছি; এখন আর যাই কোথা?"

বুড়ো বেঙের কথা শুনে সরদার খরগোস তার সাথাদের বললে,—"না, ভাই, তোমাদের মরবার দরকার নেই। এই বেঙগুলোর বিপদের কাছে তোমাদের বিপদ তো কিছুই নয়! দেখছ না বেচারী বেঙদের কি দশা!

তারপর সে কোঁ কোঁ করে সবাইকে ডেকে বললো,—

"বিপদ দেখে বাঁধবি রে বুক,
পাস্‌নে কভু ভয়!
মোদের চেয়েও হাজার দুঃখী
আছে জগৎময়।"

বাবুই
আর সব পাখী

এক চাষা মাঠে শণ-পাটের বীজ বুনছিল। তা' দেখে বাবুই পাখী আর সব পাখীদের ডেকে বললে, "দেখ, ওই লোকটা যা' বুনছে সেটা কি তোমরা তা' জানো কি? এই বীজ থেকে শণ-পাট হবে, তা' থেকে সূতো হবে, সূতো থেকে তোমাদের মারবার ফাঁদ হবে তৈরি। তাই বলছি ঐ বীজগুলোর শিকড় বের হ'বার আগে তোমরা দলে দলে মাঠে গিয়ে ঐগুলো সব খেয়ে ফেলো।"

বাবুই পাখী খুব চালাক। পরে কি ঘটবে সে তা' আগে থেকে ভেবে কাজ করে। তবু তার কথাতে পাখীরা কেউ মন দিলে না।

তখন বীজগুলো হ'তে সবে বীজপাতা বেরিয়েছে। বাবুই আবার সবাইকে বললে,—"দেখো, এখনও সময় রয়েছে; তোমরা গিয়ে বীজপাতাগুলো কেটে দিয়ে এসো; তা' হ'লে ও গাছগুলো যাবে ম'রে।"

তার সে কথাও তখনো কেউ শুনলো না। সে ও সব পাখীদের দল ছেড়ে দূরে গিয়ে বনে বাসা বাঁধল।

শণ-পাট হ'ল, শণ-পাট থেকে সূতো হ'ল; সূতো থেকে জাল বোনা হ'ল; সেই জালে পাখীরা দলে দলে ধরা পড়তে লাগলো। তখন সবাই বুঝতে পারলে, তারা বাবুই পাখীর কথা না শু'নে কি বোকামিই না করেছে!

নেকড়ে বাঘ আর ছাগল

কটি নেকড়ে দেখতে পে'ল পাহাড়ের চূড়োয় একটি ছাগল চরছে। নেকড়ে অনেক ক'রেও অত উঁচুতে উঠতে পারলো না।

সে ভাবতে লাগলো কি ক'রে ছাগলটিকে মেরে তার মাংস সে খাবে। সে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে ছাগল ছানাকে ডেকে বললে,—

"পাহাড়-চূড়োয় একলা কেন বেড়াও বুঝতে নারি ;
পা পিছলে যে একেবারে যাবে যমের বাড়ী।
এসো নেবে আমার কাছে ; কোনো ভয় নাই।
হেথায় কচি, নরম ঘাসে মোটা হবি ভাই।"

তা' শুনে ছাগলটি বললে,—

"মাপ ক'রো ভাই, মাপ করো গো ভাই,—
খিদেয় পু'ড়ে ডাক্‌ছ তুমি,—
আমার যে খিদে নাই।"

শেয়ালের দুঃখ

আঙুর বাগানে থোকা থোকা আঙুর পেকেছে। তাই না দেখে শেয়াল চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে একমনে কেবলি ভাবছে,—"তাইতো, কি ক'রে ও আঙুরগুলো খাওয়া যায়!"

আঙুরের দিকে এক একবার তাকায় সে, আর কেবলি জলভরা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

দুএকবার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে; আঙুরের থোকাগুলো এত উপরে ঝু'লে রয়েছে যে কোনমতেই সে নাগাল পেলে না তা'।

একবার গাছ বেয়ে উঠতে গিয়ে সে বিষম পড়া প'ড়ে গেলো
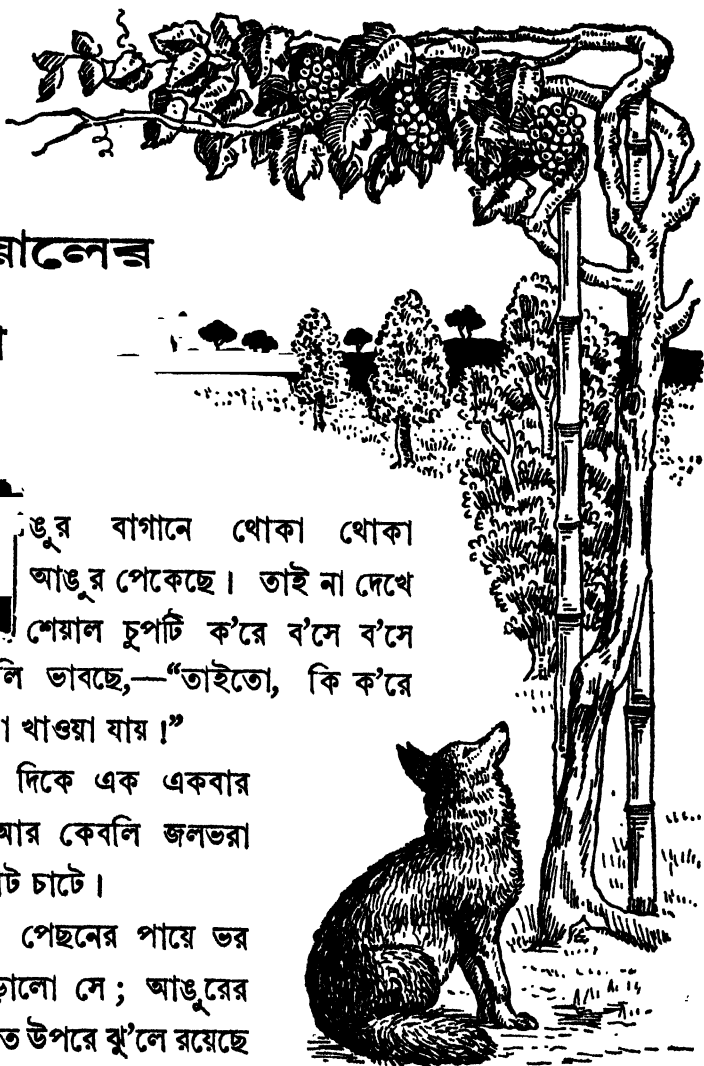
লাফ দিয়ে আঙুর পাড়তে গিয়ে মাটির উপরে ধপাস্ ক'রে খেলো আছাড়।

তখন বেচারা আর করে কি—মনের দুঃখে সে হাঁ করে আঙুর গুলোর পানে তাকিয়েই রইলো।

টসটসে রসে ভরা সোণালি রঙের আঙুর! তার কথা যতই সে ভাবছিলো, ততই তার লোভ বাড়ছিল, জিভ্ হ'তে ফোঁটা ফোঁটা লালা পড়ছিলো।

একটি বুলবুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে ছিলো তাকিয়ে। সে শেয়ালকে ডেকে বললে,—"তোমার মুখটি এত ভার কেন, ভাই? আঙুর খেতে পারলেনা বুঝি?"

শেয়াল অমনি রেগে বললে,—"খেতে পারলাম না তা' তোমায় বললে কে? ও গুলো যে বেজায় টক! যে আঙুর,—আমড়া হার মানে!"

এই না ব'লে সে মাথাটি নীচু ক'রে একদিক পানে চ'লে গেলো।

সৈনিকের ঘোড়া

এক সেপাইএর ছিল একটি ঘোড়া। যত দিন সে লড়াই করতেছিল, ঘোড়াটিকে খুব আদর করতো, তাকে ভাল ক'রে দানা-খড় খাওয়াতো; ভাল ক'রে তার গা ঘ'ষে দিতো। ঘোড়-সোওয়ার সৈনিক কিনা; ঘোড়া না হ'লে তার তো লড়াই করা চলে না; তাই তার এত দরদ ঘোড়ার উপর।

লড়াই যখন শেষ হলো, সে তার ঘোড়াটি নিয়ে এলো বাড়ী। তখন আর ঘোড়াটির আদর রইলো না। সেপাই তখন তাকে খেতে দিতো—দু' মুঠো খড়, আর এক বালতি জল। আর যত রকমের বোঝা আছে সবি চাপাতো ঘোড়াটির পিঠে।

খেতে না পেয়ে, আর দিনরাত খেটে খেটে ঘোড়াটি একেবারে শুকিয়ে গেলো।

এমন সময় আবার বাধল লড়াই। তখন আবার সেপাইএর ডাক পড়ল। সে লড়াইয়ের ভারি ভারি সাজ পরিয়ে, বড় বড় হাতিয়ার নিয়ে যেই ঘোড়ার পিঠে চাপলো, অমনি ঘোড়াটি সে ভার বইতে না পেরে মাটিতে গেলো পড়ে।

সেপাই তখন ঘোড়াটিকে মারতে লাগলো চাবুক, আর ঘোড়াটি চীঁহী চীঁহী ক'রে ব'লে উঠলো,—

'লড়াই করতে যাও হে মনিব, এখন পায়ে হেঁটে;
গেছে আমার সকল বল গাধার মত খেটে।
ছিলুম ঘোড়া, হয়েছি গাধা তোমার দয়ায় প্রভু;
চাবুক খেয়ে গাধা কি আর ঘোড়া হয়েছে কভু?'

চোরে-কুকুরে

চোর চুরি করবার মতলবে যেই এক বাড়ী ঢুকেছে, আর অমনি বাড়ীর কুকুরটি খুব জোর গলায় ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌ল ডেকে।

ভয় পেয়ে চোর তার থলের ভিতর থেকে কয়েক টুকরা মাংস আর রুটি বে'র ক'রে কুকুরের সামনে ফেলে দিয়ে বললে,—"এই নাও ; এগুলো তোমায় দেবো ব'লেই তো এনেছি। যত পার খেয়ে নাও ; চেঁচিও না বাপু! চাও ত আরো পাবে।"

কুকুর বললে,—"তাই তো! আমি যা' ভেবেছি ঠিক তাই হয়েছে! প্রথমে তোমার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিলো, তুমি ভাল লোক নও। এখন তোমার ঘুষ দেওয়া দেখে ঠিক বুঝছি যে তুমি পাকা চোর!"

এই ব'লে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে দুইলাফে চোরের উপর গিয়ে পড়লো। অমনি বাড়ীর লোকজন সব জেগে উ'ঠে চোরকে ধ'রে ফেললে।

সকল সময় বাড়ীর ছেলেদের কাছে কুকুর বলতো,—

"হাতে যাহার ঘুষের তোড়া,
মুখটি মধুর ভেরা,
বাইরে ভাল, ভেতর কালো,
সে জন চোরের সেরা।"

দুরের ভোজ

ই ইঁদুরে খুব ভাব ছিল। একটির বাড়ী ছিল পাড়া গাঁয়ে, গমের মাঠে; আর একটি থাকতো সহরে।

একদিন সহুরে ইঁদুরটিকে গেঁয়ো ইঁদুর তার বাড়ীতে বললে খেতে। গমের শীষগুলি পেকে সারা মাঠ সোনালি রঙে ছেয়ে ফেলেছে। একটি কেন, এক হাজার ইঁদুর সারা বছর খেলেও তা' ফুরোতে পারে না।

সহুরে ইঁদুর এসে দেখলে,—কেবলি গম, গম—আর গমের পাকা শীষ!

সে এখানে দুটো গমের দানা মুখে দিলে, ওখানে দু-একটি দানা খুঁটে খুঁটে দেখলে, এক আধটি গমের শীষ শুঁকে ফেলে দিলে। এইরূপে টুক-টাক ক'রে এদিক সেদিক ঘু'রে শেষে সে ব'লে ফেললে,—"তুমি এই

সব খড় কুটো খেয়ে খেয়ে কি ক'রে বেঁচে থাকো ভাই ? এখানে মাঠে, বাটে কত যায়গায় ঘু'রে ঘু'রে তোমাকে খাবার খুঁজে আনতে হয় ; তোমাকে থাক্‌তে হয় খোড়ো ঘরের চালায়, ভিতের নীচে, আলের তলায় আর মাঠের বড় বড় ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে ! তোমাকে রোদে পুড়তে হয়, জলে হয় ভিজতে। আর আমরা থাকি সহরের বড় বড় পাকা দালানে ; সেখানে রোদেও পুড়তে হয় না, জলেরও ভয় নেই !

"বাবুদের বাড়ীর লুচি, মেঠাই, পাঁউরুটি, মাখন, কেক্‌, চপ, কাট-লেট কত রকমের খাবার দিনে রাতে পাঁচ ছয়বার ক'রে খাই। চলো ভাই, সহরে ; যে কয়দিন বাঁচবে, সেখানে একটু ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে আরাম ক'রে যেতে পারবে !"

একে তো পাড়া গেঁয়ে ইঁদুর, সরল মন ; তার উপর সহর দেখা ও ভাল
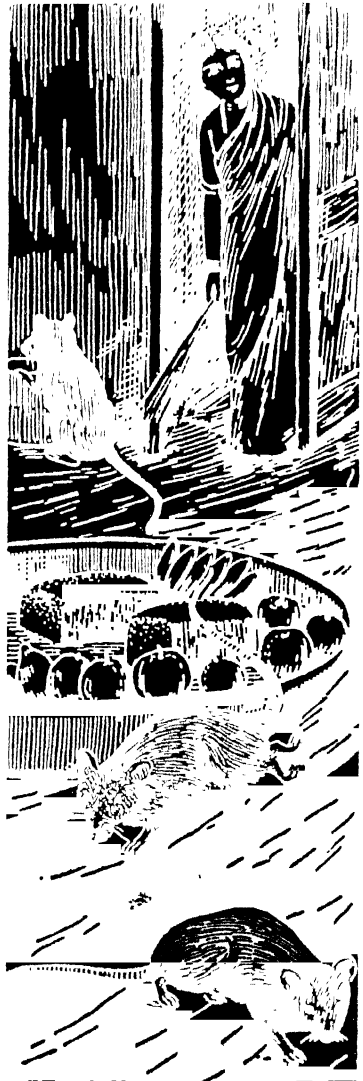
খাবারের লোভ! সহরে যেতে তার খুব সাধ হ'ল। সে তার ছানাটিকেও সাথে নিয়ে সেদিন সাঁঝের সময় সহুরে ইঁদুরের বাড়ী পৌঁছালো।

সেদিন সে বাড়ীতে ভোজ হ'য়ে গেছে। এক এক থালাতে রুটি, মাখন, কলা ও আপেল, লুচি, কচুরী কত কি প'ড়ে ছিল!

সহুরে ইঁদুর তাকে "এটা খাও, ওটা খাও, আর একখানি বিস্কুট এনে দি"—এই সব বলছে, আর ঘরময় ছুটোছুটি করছে। গেঁয়ো ইঁদুরটি ভাবলে,—"আঃ, দেখছি, এতদিন আমার জীবনটা বৃথাই কেটেছে।"

তাদের খুট-খুটানির শব্দ শু'নে বাড়ীর ঝি এক ঝাঁটা নিয়ে ঘরে ঢুকলে। ইঁদুরগুলি লাফিয়ে প'ড়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে কোন মতে গেল বেঁচে।

একটু পরে ঝি যখন চ'লে গেলো,—গেঁয়ো ইঁদুরটি বললে,—"ভাই, আমি চললাম। আমার মতো পাড়া-গেঁয়ের ধাতে এত সুখ সইবে না। খোকাকে নিয়ে এবারে যে বেঁচে গেলুম,—এই ই খুব!

"পাড়া-গাঁয়ের চালের খুদ
আমার বেঁচে থাক;
এত ভয়ের লুচী, মেঠাই
তোমার, চুলোয় যাক;

কেমন আকাশ, কেমন বাতাস,
কেমন খোলা মাঠ!
আমার গাঁয়ের কি আরামের
বিজন পথ, ঘাট!

"আপন মনে আহার খুঁজি
নেইকো কোনো ভয় ;
পাকা কোঠায় লুকিয়ে মরা
ভালো ত কিছুই নয়।

ভয়ে ভয়ে পরের থালার
রুটি, মোয়া খেয়ে,
মরণ ভাল, মরণ ভাল,
বেঁচে থাকার চেয়ে।"
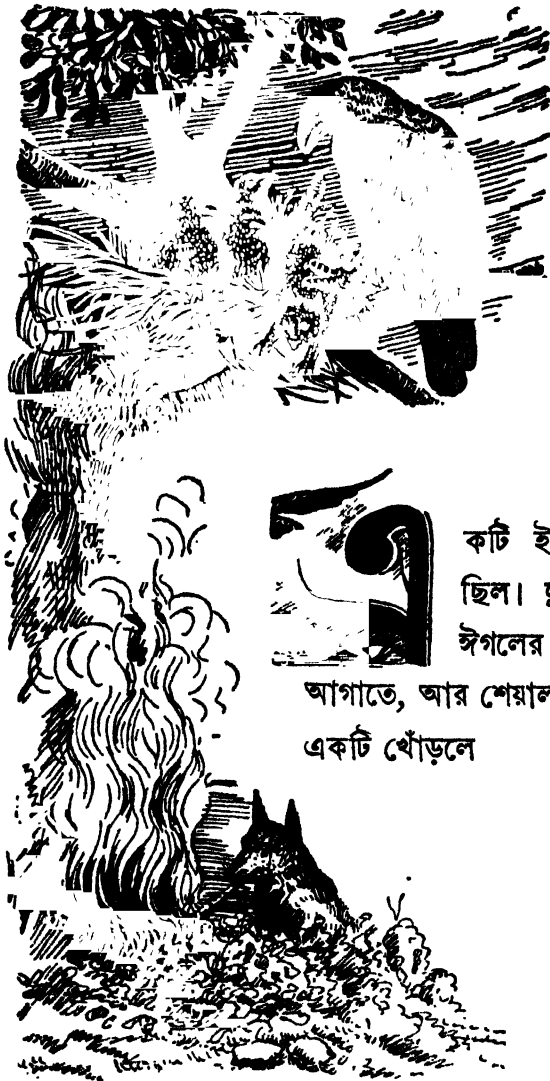
ঈগল পাখী ও শেয়াল

একটি ইগল ও শেয়ালে খুব ভাব ছিল। দুজনে থাকতো সাথে সাথে। ঈগলের বাসা ছিল এক গাছের আগাতে, আর শেয়াল থাকতো গাছের গোড়ায় একটি খোঁড়লে

শেয়ালের ছোট ছোট, মোটা সোটা ছানাগুলিকে গাছের তলায় খেলতে দেখে ইগলের ভারি লোভ হ'ল তাদের খেতে।

সে এক ছোঁ মেরে একটি শেয়াল ছানা তার বাসায় তু'লে নিলে। শেয়াল বাড়ী ছিল না তখন।

শেয়াল এসে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ঈগলকে বললে,—"ভাই, আমার ছানাটি ফিরিয়ে দাও ; যা' চাও তুমি, দেবো।"

সে কিছুতেই ছানাটি ফিরিয়ে দিলে না ; সে ভাবলে,—গাছের উপর তো শেয়াল আর উঠতে পারবে না ;—ও বেটা আমায় করবে কি ?"

শেয়াল ঈগলের ভাব দেখে রেগে বললে,—"সবুর করো ; এখনি মজা দেখাবো।"

সে বন থেকে শুকনো শুকনো খড়, কুটো, ছোট ছোট ডালপালা এনে সেই গাছের গোড়াতে অনেক জড় করলে। তারপর ছু'টে গিয়ে এক চাষীর বাড়ীর উনুন হ'তে আগুন-ধরা এক কাঠ নিয়ে এসে সেই খড় কুটোতে লাগিয়ে দিলে আগুন। একটু ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে শেষে দাউ দাউ করে গাছে আগুন লাগল।

ঈগলের তিনটি ছানা আগুনের তাপে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে আধপোড়া হ'য়ে রইল।

সেদিন শেয়াল বাচ্চাদের সাথে মি'লে ঈগলের ছানাগুলি এক একটি ক'রে খেয়ে ফেললে। তারা ডেকে ডেকে ঈগলকে বলছিলো,—

"পরের হানি করতে যারা সদাই যায় ছুটে ;
সবার আগে তাদের হানি এম্‌নি এসে জুটে।"

হাঁস ও সোনার ডিম

একা এক চাষার ছিল একটি রাজহাঁস। হাঁসটি রোজ রোজ একটি ক'রে সোনার ডিম পাড়ত; তার এক একটির দাম পাঁচ পাঁচশো টাকার কম নয়!

দেখতে দেখতে চাষা ঢের টাকা জমিয়ে ফেললে। তার বড় বড় দালান-কোঠা হ'ল, দাসদাসী হ'ল, গাড়ী-ঘোড়া হ'ল।

তবু তার লোভ কমলো না। সে ভাবলে,—"আমি রাজা হবো।" একটি একটি ক'রে সোনার ডিম জমিয়ে রাজা হ'তে ঢের দিন লাগবে তার, সে ভাবলে। "আমি কি আর তত দিন বাঁচব? দুদিন পরে আমি ম'রে গেলে আমার হাঁসটি যে পাবে সেই তো হবে রাজা। আজই হাঁসের পেট চি'রে সব ডিম বের ক'রে নেবো। তা'হলে তো আমিই রাতারাতি রাজা।"

বোকা চাষা লাখ টাকার মালিক হ'বার লোভে হাঁসটির পেট চি'রে ফেললে। হাঁসটি তো তখুনি গেলো মরে; তার পেটের ভিতরও কিছু সে পেলে না;—তখন সে বললে,—

"অতি লোভের নেশায় মেতে,
ছুটে যারা আমার মত,
সব হারিয়ে পথের পাশে
কাঁদবে তারা অবিরত।"

জেলে ও মাছ

এক জেলে ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরছিল। খানিক পরে সে একটি ছোট মাছ বঁড়শীতে গেঁথে তুললে।

মাছটি কাঁদতে কাঁদতে জেলেকে বললে,—"মশায়, আমার মত এক ফোঁটা মাছ মেরে আপনার হ'বে কি ? আমায় এখন ছেড়ে দিন, যখন বড় হবো আমি, তখন এসে আমায় ধ'রে নিয়ে যাবেন।"

মাছের কথা শু'নে জেলে এক গাল হেসে বললে,—"এখন তুমি বাছা, আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছো কিনা! তাই এমন বুলি ধরেছ! যেই জলে দেবো ছেড়ে, অমনি তুমি সুর বদলাবে। তখন ব'লে উঠবে,—'পার তো যদি ধরো আমায়। আর কি তোমার বঁড়শীর টোপ দেখে ভুলি আমি ?"

সিং
ভালুকে

দিন যেমন রোদ, তেমনি গরম। পিপাসায় বনের পশু সবাই পাগলের মত হ'য়ে উঠেছে।

ঝিমুতে ঝিমুতে ছোট একটি ঝরণার জল পান করতে এক সিংহ ও এক ভালুক চলেছে পাশা-পাশি। কারো পা চলছে না। তবু কে আগে জলপান করবে এই নিয়ে মারামারি হবার মতো হলো।

দুজনেই পিপাসায় খুব কাতর; তার পর গরমে অনেক পথ হেঁটে হাঁফিয়েও পড়েছে; তাই দুজনে একটু জিরিয়ে নিয়ে লড়াই জুড়ে দেবে এই ঠিক হ'ল।

জিরেন নিতে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখলে অনেকগুলো শকুন আর কাক তাদের মাথার উপর উড়ছে; লড়াইতে দুজনের ভিতর যে মরবে তারি মাংস খাবে এই আশা ক'রে তারা ঘুরছিলো।

তাই দেখে তাদের দুজনের হুঁস হলো; তারা তখনি ঝগড়া মিটিয়ে ফেললে। দুজনেই তখন বললে,—

"লড়াই করে মরলে মোরা, শকুন কাকের ভোজ।
মিতালি ক'রে থাকলে সবার কাটবে সুখে রোজ।"

নেকড়ে ও হাড়গিলে

হরিণের মাংস খেতে খেতে নেকড়ে বাঘের গলাতে এক হাড় গেল আটকে।

বাঘের গলা উঠল ফুলে; সে কিছুই আর গিলতে পারে না। বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সে ছু'টে বেড়াতে লাগল।

জলের ধারে ব'সে এক হাড়গিলে শামুক গিলছিলো। নেকড়ে তার পায়ে প'ড়ে বললে,— "ভাই আমার গলার ভেতর একটি হাড় আটকে গেছে; বাঁচাও ভাই আমায়। তুমি যা' চাও তাই তোমাকে দেবো।"

হাড়গিলের গলা ও ঠোঁট দীঘল আর সরু। বাঘের দশা দেখে তার মনে ভারি দুঃখ হ'ল। সে বাঘের মুখের ভিতর তার সরু ঠোঁট ঢুকিয়ে চট্ ক'রে হাড়টি বে'র ক'রে নিলে। সে বললে,—"এখন আমার বখ্‌শিষ দাও ভাই!"

এই কথা শুনেই বাঘ এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে হাড়গিলের মুখের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললে,—"তোর তো দেখছি বেজায় সাহস! বাঘের মুখের ভিতর মাথা গুঁজে দিয়ে সে মাথা যে ফের বে'র করতে পেরেছিস এই তো তোর জোর কপাল! বেশী বাড়াবাড়ি করিস তো ভাঙবো ঘাড়" ব'লে তেড়ে গেলো।

হাড়গিলে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে কি যে জবাব দেবে ভেবেই পেলো না। মনে মনে সে এই দুটি কথা ব'লে চ'লে গেলো,—

"খারাপ লোকের কাঁদুনিতে ভুলবো না, আর ভুলবো না।
তাদের হাজার মিঠে কথায় কান কভু আর দেবোই না।"

মুরগী আর মণি

এই মোরগ আর মুরগীটি আঙিনার খড়কুটো হাঁট্‌কে হাঁট্‌কে দেখছিল কিছু খাবার মেলে কি না। এমন সময় হঠাৎ তারা দেখতে পেলে, এক গাছি মণির হার মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। মণির আলোতে সে বাড়ীর আঙিনা যেন ভ'রে গেল।

মণি দেখে মুরগী হেসে ব'লে উঠলো,—"তোমায় নিয়ে আমার কি লাভটি হবে? বোকা মানুষের চোখেই তো তোমার যত দাম! এত মাটি খুঁড়ে যদি একটি চালের কণাও মিলতো তবে তার কদর আমার কাছে যে ঢের বেশী হতো! আমি তো রোজই ব'লে থাকি,—

"পাগল মাতে মণির আলোয়;
চালের কণা পরাণ ভুলোয়।"

গণক ঠাকুরের বিপদ

একটি লোক কেবল আকাশের তারা গুণ্‌তো। সে রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাত ভোর ক'রে দিত।

এক রাতে সে আকাশের তারার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে; চোখদুটি তার তারার দেশে যেন লেগেই ছিল।

যেতে যেতে সে হঠাৎ একটি কূয়োর ভিতরে গেল পড়ে।

কূয়োর ভিতর থেকে সে লাগলে চীৎকার করতে। তার ডাক শু'নে একটি লোক সেখানে দৌড়ে গেলো। দেখলে সে গণৎকারের দশা। গণকঠাকুরকে বললে,—"মশায়, আকাশের খবর নিতে গেলে নিজের পায়ের তলার মাটির দিকেও একটু নজর রাখতে হয়। দেখুন না,—

"অশথ গাছটি আকাশ পানে চেয়ে থাকে দিবারাতি;
মাটির বুকে জড়িয়ে শিকড় নিজেরে সে রাখে গাঁথি।"

সাপে বোলতায়

উটে সাপের রাগ বেশী কিনা! বোলতার ভন্‌ভনানি শু'নে এক কেউটে সাপ ফোঁস ক'রে ফণা ছড়িয়ে তাকে যেই কামড় দিতে গেল, বোলতাটি বোঁ ক'রে তার নাকের উপর ব'সে হুল বসিয়ে দিলে।

সাপটি যাতনায় ছটফট ক'রে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকল; বোলতাটি আর উঠলই না।

এমন সময় এক গরুর গাড়ী সেদিক দিয়ে যেতেছিল। সাপ আর কিছু ঠিক করতে না পেরে তার ফণাটি গাড়ীর চাকার সামনে এগিয়ে দিলে। সাপ মনে করলে,—চাকার চাপে বোলতাটি একিবারে পিষে মরে যাবে!

চাকা যখন এসে পড়ল বোলতাটি চলে গেলো উড়ে; তার কিছুই হ'ল না। আর সাপের মাথাটি গাড়ীর চাপে একিবারে চেপ্‌টা!

বোলতাটি তখন আকাশে উ'ড়ে উ'ড়ে গান ধরলে,—

"পরের হানি করতে যারা মাথা তু'লে ছুটে,
সবার আগে তাদের মাথা ধূলার 'পরে লুটে।"

নেকড়ে আর ছাগল ছানায়
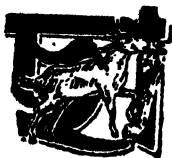
গল ছানা একটি একদিন ছুটোছুটি করতে করতে দল থেকে ছটকে পড়েছিলো। ছোট ছানা ; শেষে সে ফেললে পথ হারিয়ে।

নেকড়ে বাঘ এই সব সুবিধে খুজে খুঁজে বেড়ায়। সে দূর হ'তে ছাগল-ছানাটিকে দেখে ছুটল তার পেছনে পেছনে।
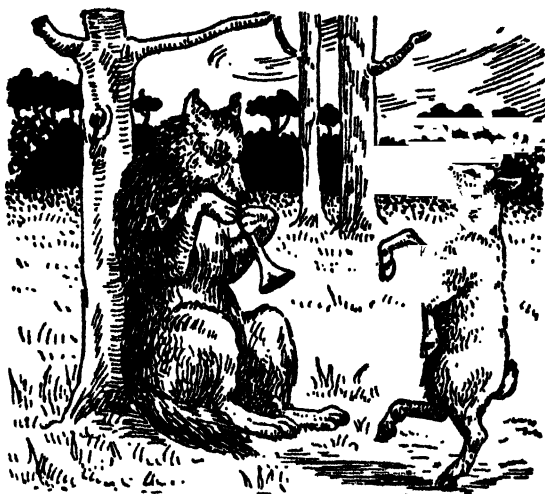
ছাগল-ছানা দেখলে তার আর পালাবার উপায় নেই। তখন সে দু'হাত জোড় ক'রে বললে,—"তুমি তো আমায় মেরে খাবেই খাবে ; তা' বেশ বুঝেছি। তবে দাদা, আমার অনেক দিনের একটি সখ আছে ; মরবার আগে সেটা এক বার মেটাতে দাও না, দাদা।"

নেকড়ে বললে,—"বেশ তো, কি চাও বলো।"

ছাগল ছানাটি বললে,—"শিশুকাল থেকে আমার নাচবার সখ ; তুমি এই বাঁশীটি বাজাও ;—আমি তালে তালে একটুখানি নেচে নিই।"

নেকড়ে তার দুই থাবা দিয়ে বাঁশী ধরলো, লাগলো বাজাতে ; আর ছাগল ছানা লাগলো নাচতে।

এদিকে শিকারীরা কুকুর নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল। দূর হ'তে বাঁশীর আওয়াজ শু'নে তারা ভাবলে,—"বাঁশী বাজায় কে, এই বনের ভেতর ?"

কাছে এসে তারা দেখতে পেলে—"নেকড়ে বাঘ। তাদের কুকুরগুলো তেড়ে এল নেকড়েকে মারতে।" তখন শিকারীরা এসে নেকড়েকে গুলি ক'রে ফেললে মেরে। মরবার আগে নেকড়ে বললে,—

'আপন কাজটি ফেলে যারা
বাজায় পরের বাঁশী ;
এদিক ওদিক দু'দিক হারায়,
গলায় তাদের ফাঁসি।'

চোর

ও

তার মা

ঠশালায় অনেক ছেলে পড়তো। একটি ছেলে তার সাথীদের বই একখানি চুরি ক'রে এনে চুপি চুপি তার মাকে দেখালো।

যেমন ছেলে তেমন মা! মা বললে,—"বেশ বই খানা! চুরি করে এনেছিস? কেউ দেখেনি তো?"

ছেলেটি বললে, "না মা, কেউ তো দেখতে পায়নি। আমি আমার বইয়ের ভেতরে ক'রে লুকিয়ে এনেছি।"

তারপর থেকে ছেলেটি আজ এর বই, কাল ওর খাতা, পরদিন আর একজনের ছুরি—এই রকম করে চুরি করতে লাগলো; মা ও সব তু'লে রাখতো। পাকা চোর হয়ে দাঁড়াল সে।

দশদিন চুরির একদিন সাজা! আর একদিন সে একটি পকেট-ঘড়ি চুরি করতে গিয়ে পড়লো ধরা! বিচারে তার হলো জেল।

ছেলেকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে চলেছে দেখে তার মাও কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে পেছনে চললো।

পুলিশকে ছেলেটি বললে,—"আমি মার এক ছেলে; আমাকে তো

তোমরা জেলে পূরতে নিয়ে চলেছো ; যাবার আগে আমি মার কাণে কাণে একটি কথা ব'লে যেতে চাই।"

পুলিশ তার মাকে কাছে এনে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। মা যখন ছেলের কথাটি শুনতে কানটি মুখের কাছে তু'লে ধরেছে,—গুণধর ছেলে অমনি দাঁত দিয়ে মার কানটি কেটে নিলে।

মা তখন কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে খুব গাল দিতে লাগলো। ছেলে মাকে জবাব দিলে,—

"আজকে বই, কালকে কলম, পরশুদিন ছুরি,
সাহস দিয়ে কতো দিন যে করিয়েছো চুরি!
বানিয়ে মোরে পাকেট-মার, চোরের হয়েছো মা ;
ছেলের সাথে জেলে তোমার কানটি যাবে না?"

ষাঁড় ও ছাগলে
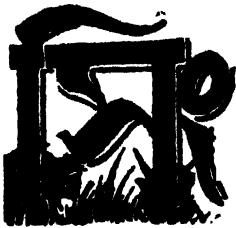
সিংহ এক ষাঁড়কে করলে তাড়া। ভয়ে সে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখে তার ভেতর তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো।

গুহার ভেতরে ছিল এক ছাগল। ষাঁড়টি সেখানে ঢুকে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে তাকে শিঙের ছুচারিটে গুঁতো মারলে।

ছাগলের ছোট শিঙ হলেও শিঙ দুটি বেশ সূঁচলো। সিংহের ভয়েই ষাঁড়টি গুহার ভিতর লুকিয়েছিল, তাই সে গুঁতো খেয়েও নড়তে সাহস করলো না।

তা' দেখে ছাগলের সাহস গেল বেড়ে; সে তাকে শিঙের আরও কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলে।

তখন ষাঁড়টি চাপা গলায় তাকে বললে,—"আমি চুপ ক'রে আছি ব'লে তুই মনে করিস নে যে তোকে আমি ভয় করি। ঐ সিংহটা একটু দূরে স'রে যাক, তখন গুঁতানোর মজাটা টের পায়িয়ে দেবো। আমারও শিঙ আছে, সেই শিঙের এক গুঁতোতেই তোকে বুঝিয়ে দেবো ষাঁড় ও ছাগলে তফাৎ কতখানি। মনে রাখিস,—

"আপন জনের দুঃখের দিনের সুযোগ যারা খোঁজে,
সুদিন এলে তারাই সবে থাকবে মাথা গুঁজে।"

নেকড়ে বাঘ
ও
ভেড়ার ছানা
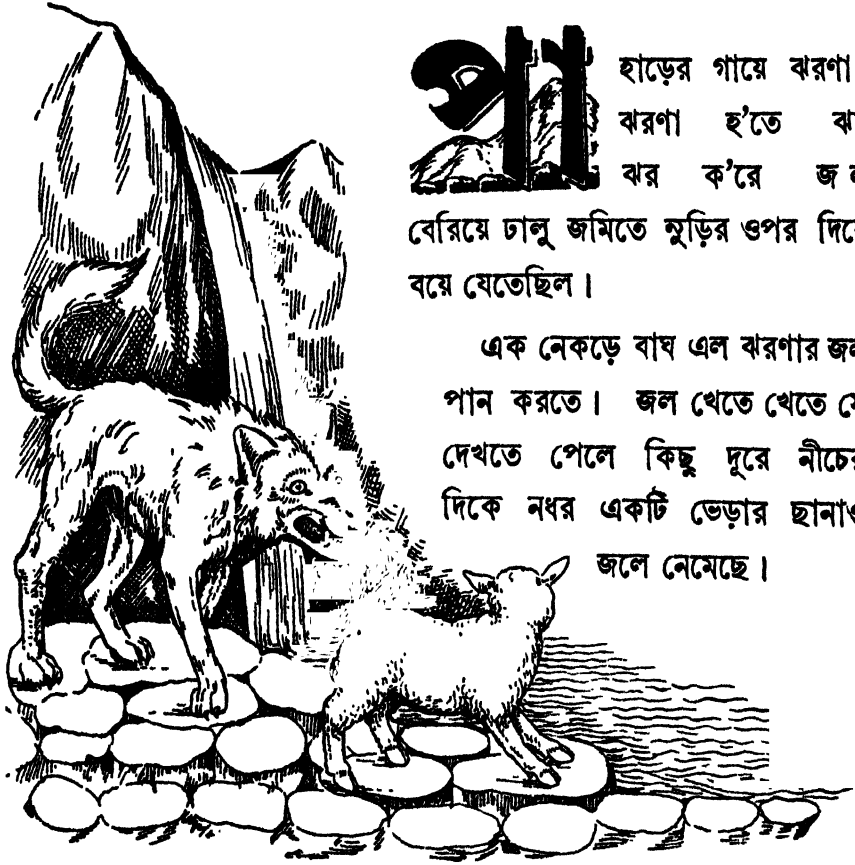
পাহাড়ের গায়ে ঝরণা। ঝরণা হ'তে ঝর ঝর ক'রে জল বেরিয়ে ঢালু জমিতে নুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যেতেছিল।

এক নেকড়ে বাঘ এল ঝরণার জল পান করতে। জল খেতে খেতে সে দেখতে পেলে কিছু দুরে নীচের দিকে নধর একটি ভেড়ার ছানাও জলে নেমেছে।

তার তুলতুলে নরম কচি মাংস খেতে নেকড়ের ভারি লোভ চাপ্‌ল।

সে অমনি ভেড়ার ছানাটির কাছে গিয়ে কটমট ক'রে চোখ পাকিয়ে চাইলে। তার হাব-ভাব দেখে ভেড়ার ছানাটি তো ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। বাঘ খুব রাগ দেখিয়ে বললে,—"কি সাহস তোর! আমি জল পান করছি, আর তুই কিনা সেই জল করছিস ঘোলা? এত বড় তোর সাহস!"

ছানাটি থতমত খেয়ে বললে,—"মশায়, আমি ত নীচেই জল পান করছি; মশায়ের ঘোলা জল যে আমার দিকেই নেমে আসছিলো! আমার ঘোলা জল ত আর উজান যেতে পারে নি। উপরের জল নীচের দিকেই ছুটে; নীচের জল যে উপর দিকে বয়ে যায়, এ কথা তো কেউ কোন দিন শোনেনি মশায়!"

বাঘ এমনতরো গাল-ভরা জবাব পেয়ে আরও খুব খানিকটা রাগ দেখিয়ে বললে,—"থাক, জলের কথা; তা' না হয় ছেড়েই দিলুম, এক বছর আগে যে তুই আমায় গাল দিয়েছিলি,—তার কি হবে?"

ভেড়ার ছানাটি তো একিবারে অবাক্। সে বললে,—"আমার বয়স যে সবে মাত্র আট মাস! এক বছর আগে তো আমি আমার মায়ের পেটে ছিলুম মশায়! কি ক'রে গাল দিলুম আপনাকে?"

বাঘ তখন রেগে চোখ দুটো লাল ক'রে বললে,—"ওরে তুই না। তোর বাপ যে আমায় গাল দিয়েছিলো। তুই আর তোর বাপ—সে একই কথা! আর দেখ্, তুই এইটুকু ছানা; তোর যে মোটেই ভয় নেই দেখছি। আমার মুখের উপর চটপট জবাব দিয়ে চলেছিস। এই নে তার সাজা!"

এই বলতে না বলতেই ছানাটির উপর বাঘ পড়লো লাফিয়ে। মরবার সময় ভেড়ার ছানাটি বলছিল,—

"বল আছে যার সরল কথা
পশবে না তার কানে ;
বুক যে তাহার রঙ বেরঙের
ভরা হাজার ভাণে।
চাও যখন ভাঙতে ঘাড়,
ভাঙো সোজাসুজি ;
বাঁচ্‌বার মায়া বাড়াও কেন
মিছে যুকৃতি খুঁজি ?"

বালক

আর

বেঙে

য়েকটি ছেলে পুকুরের ধারে গিয়ে দেখতে পেলে অনেক বেঙ জলের উপর ভাসছে। ছোট ছেলে— খুব খেলাধুলা করতে ভালবাসে তারা।

সবাই ঐ পুকুরের জলে ছিনি-নিনি খেলতে নামল। খোলার কুচিগুলি বেঙের গায়ে লাগতেই কয়েকটি বেঙ গেল ম'রে।

তাই দেখে একটি বুড়ো বেঙ সাহসে ভর ক'রে জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে,—"বাপুরা সব, তোমাদের এই খেলাটা দয়া ক'রে থামাও।

"খেলা বটে তোমাদের এ,
মোদের পরাণ যায়;
তোমরা বলছ,—"বাহবা! বেশ!"
মোদের "হায় হায়!"
এ'খেলা, এ ছিনি-নিনি!
(মোদের) পরাণ নিয়ে টানা-টানি!"
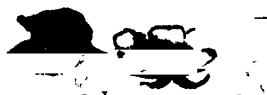
নেকড়ে ও শূয়োর-মা

ড়া-ঘেরা এক জায়গায় থাকত এক শূয়োর-মা আর তার ছানার পাল।

সাঁঝের সময় এক নেকড়ে সেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার সরু মুখখানি গলিয়ে দিয়ে শূয়োর-মাকে বললে,—

"পিসিমা, তুমি এতগুলো ছানা নিয়ে সারাদিন রোদে কত দুঃখ পেয়েছো! বেড়ার দুয়োরটি খু'লে দিয়ে এই ফুরফুরে হাওয়ায় তুমি একটু ঘুমোও; তোমার ছানা আমি আগ্‌লাবো।"

শূয়োর-মা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে তাকে বললে,—"আহা তোমার কত দয়া! আমার ছানাগুলো তো এখনি ঘুমিয়ে পড়বে, তাদের পাহারা দেবার কি দরকার? পাহারা দেবার ছলে যদি তুমি একবার এখানে ঢুকতে পারো, আমার বাছাদের ঘাড় ভেঙে তুমি সব ক'টিকেই তোমার পেটের ভিতর পূরে বেশ আরামে রাখবে,—তা'তো বেশ বুঝতেই পারছি"।
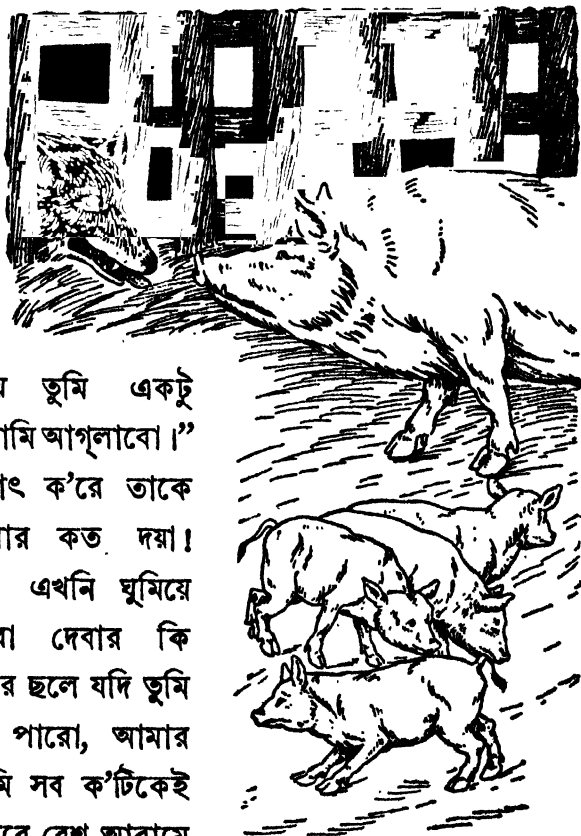
বট
ও
খাগড়া

ক নদীর তীরে একটি পুরাণো বট গাছ, আর তার পাশেই ক'গাছি খাগড়া ছিল দাঁড়িয়ে।

একদিন খুব ঝড় উঠল। ঝোড়ো হাওয়াতে বট গাছটি উপড়ে নদীর জলে গেল পড়ে; অথচ খাগড়াগুলির কিছুই হলো না।

তা' দেখে বট গাছটি ভাবল,—"আমি এত বড় হয়েও ঝড়ের ঠেলা সইতে পারলুম না; আর এই ঘাস ক'গাছি এমন তুফানের মধ্যেও দাঁড়িয়ে রইল!—বাঃ!"

খাগড়া মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—"এ'তে অবাক হবার কি আছে ভাই? ঝড়ের সাথে লড়াই করতে গিয়েই তো তোমার এ দশা হলো! তুফানের ফুঁ একটু লাগতেই আমরা মাটিতে পড়ি শুয়ে; আর ঝড় চ'লে যাবার আগে মাথাটি তুলবার নাম করিনে। তাই ঝড়ও আমাদের কিছুই করতে পারে না। মনে রেখো, ভাই,—

"গায়ের জোরে চলতে গেলে
ঠেকবে মাথা ভুঁয়ে;
মাথা তোমার রইবে উঁচু,
থাকলে মাথা নুয়ে।"

শেয়ালের চালাকি

হ মশায় বুড়ো হলেন—
দাঁত গেলো খসে,
নখ গেলো পড়ে ;
কেশর গুলো উঠলো পেকে—
চোখ গেলো বসে,
লেজ গেলো ঝরে।
(তিনি) শিকার করবার বল
হারিয়ে, ধরলেন ছল ;
বলেন ধীরে নাকী স্বরে
লুকিয়ে গুহার বুকে,—
"অসুখ আমার বড়ই ভারী, নড়তে নারি দুঃখে !
দেখতে যদি চা'স আমায়, আয় সবাই এ গুহা ।
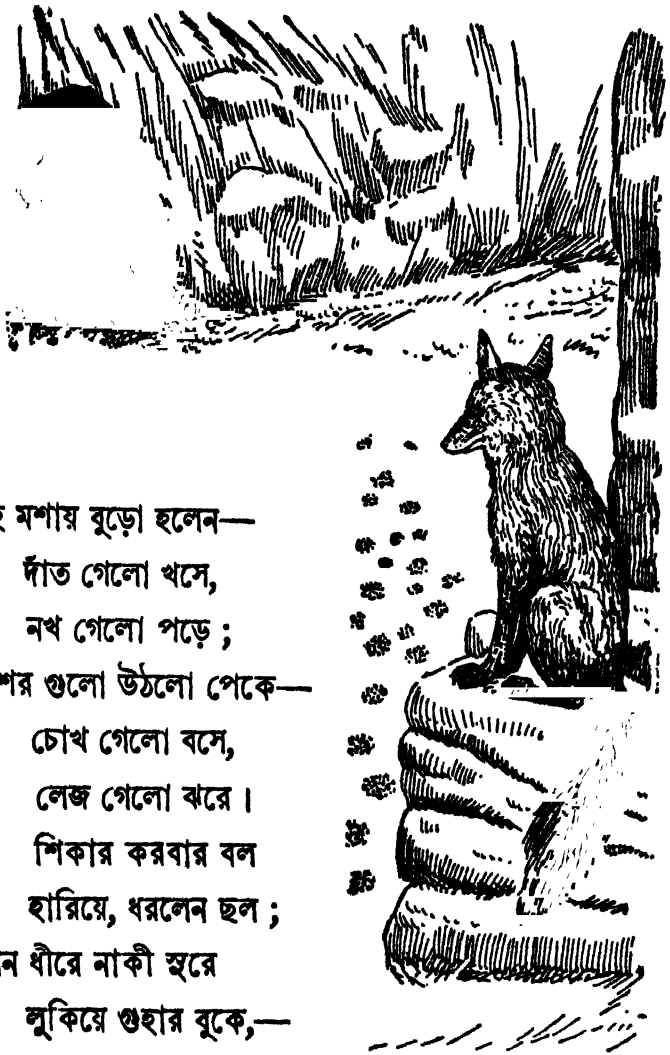
দুদিন পরে যখন তোদের রাজা যাবে মারা,
ভারি তোদের ঘট্‌বে বিপদ, হ'লে রাজা-হারা।"
বনের মাঝে হাজার পশু—হরিণ, বানর, উট,
গাধা, ভেড়া, ছাগল, মোষ চললো খুট্ খুট্।
সবাই—ছুটলো তাড়াতাড়ি,
যাবে রাজার বাড়ী।
রাজা তাদের মরেন রোগে,—দেখতে হবে তাঁয়,
রাজা গেলে দেশটা যাবে,—আরে হায়, হায়।
আর— গুহায় ঢুকলে পরে,
কেউ—ফিরত না আর ঘরে ;
রাজা মশায় সারা দিনটা গুহার কোণে ব'সে,
ঘাড়টি ভেঙে পশুগুলোর হাড় চিবোতেন কষে।
তার—সেরে গেলো রোগ
পেয়ে রাজ-ভোগ।
শেয়াল-মামার খেয়াল ভারি,—এসে গুহার কাছে,
থামলে হঠাৎ ;—ভাবলে,—একি ? গুহার মাঝে আছে
রাজা মোদের সিংহ মশাই।
সাড়া টাড়া একটুও যে নাই !!
সিংহ তখন গুহা হ'তে ডাকলে,—"শেয়াল ভাই।
এসো কাছে ;—আছি বেঁচে ;—দেখতে তোমায় চাই।"
সিংহ ডাকে,—"এসো না, ভাই।"
শেয়াল বলে,—"রাজা মশাই।

"গুহার পানে পায়ের দাগ সব পশুরই দেখি ;
ফিরে আসবার কোনো দাগ নেই মহারাজ, একি !
আমি—পেতেছি বড় ভয়,
আর কিছু তো নয় !
যাবার পথটি সোজা দেখি,—আসার পথ যে নাই ;
পেন্নাম করছি এখান হ'তে ;—এখন বিদায় চাই।"

রাজহাঁস ও সারস

ক বিলের ধারে কতকগুলি রাজহাঁস ও সারস মিলে মিশে থাকত। একদিন এক শিকারী সেখানে গিয়ে পড়ল। সারসদের শরীর খুব হালকা ; তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি উ'ড়ে পালাতে পারে।

সারসগুলি যেমন শিকারীকে দেখতে পেলে, অমনি তারা উ'ড়ে গেল পালিয়ে। রাজহাঁসের শরীর খুব ভারি ; ডানাও খুব ছোট ; তাই তারা পারলে না পালাতে।

শিকারী সব রাজহাঁসগুলিকে ধ'রে ফেললে। তখন তাদের দলের একটি রাজহাঁস বললো এই,—

'ধন, দৌলত বেশী যাদের
বিপদ তাদের ভাই !
বেঁচে যায় তারাই শুধু
যাদের কিছু নাই।'

ইঁদুর-বেঙের সাঁতার

কুর পাড়ে এক ভাঙা দেউলের ফাটলে থাকতো এক ইঁদুর। আর সেই পুকুরের জলের ভিতর থাকতো একটি বেঙ ; দু'জনে ছিল খুব ভাব।

একদিন ইঁদুর বললে,—"ভাই, জলের তলায় তোমার যে বাড়ী আছে সেখানে একবার যাবো বেড়াতে।"

বেঙ বললে,—"সে বেশ কথা ! তুমি তো ভাই, সাঁতার জানো না,— জলের ভেতর যাবে কি ক'রে ?"

ইঁদুর বললে,—"ভাল সাঁতার আমি নাই বা জানলুম, তুমি তো বেশ জানো ! তোমার পেছনের পায়ের সঙ্গে আমার সামনের পা সূতো একগাছি দিয়ে বেঁধে নেবো ; তা' হলেই তো আমার জন্য আর কোন ভাবনা থাকবে না। ইঁদুর ও বেঙ নিজেদের পা দুটি বেঁধে নিয়ে পুকুরের জলে পড়লো লাফিয়ে।

যখন তারা পুকুরের মাঝামাঝি পোঁছালো, জলের ভিতরে ডুব দিয়ে সাঁতার দিতে বেঙের ভারি ঝোঁক চাপ্‌ল।

সোঁ করে বেঙ গভীর জলে ডুব দিতেই ইঁদুরের পায়ে পড়লো টান। ইঁদুর তখন মারা যায় আর কি—তার দম আটকে যাবার যো। বেঙ তাকে নীচের দিকে টানছে, সে দম নিতে উপরে উঠতে চাইছে।

দুজনের ঝটাপটিতে পুকুরের মাঝখানে খানিকটা জল খুব নড়তে লাগলো।

দেউলের ওপর একটি চিল ছিল বসে; সে দেখলে,—পুকুরের মাঝখানে জল কাঁপছে। সে মনে করলে,—ওখানে বুঝি বা একটা মাছ নড়ছে; যেই ভাবা—আর অমনি ছোঁ মেরে সে ইঁদুরটিকে তো ধরে নিলোই; তার সাথে সাথে সূতোয় বাঁধা বেঙটিও আকাশে ঝুলতে লাগল।

নেকড়ে বাঘ ও শেয়াল
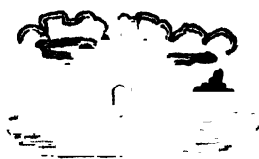
নেকড়ে একটি গুহার মাঝে তার অনেক খাবার পুঁজি ক'রে রেখেছিল। বাদলার দিনে সে যখন শিকারে বেরুতে পারবে না তখন যেন গুহার মাঝে বসে বসে আরামে দিন কাটাতে পারে।

বাদলার দিন এল। নেকড়ে কোথাও শিকারে বেরোয় না। তার আরাম দেখে শেয়ালের সইলো না। সে নেকড়ের কাছে গিয়ে বললে,—"ভাগ্‌নে, আর শিকারে বে'র হওনা যে! তোমার চলছে কি ক'রে?"

নেকড়ে বললে,—"মামা, আমি যে ঢের খাবার পুঁজি ক'রে রেখেছি,—তাতেই আমার বেশ চলছে। আর আমার বয়েসও হয়েছে, শরীরও তেমন ভাল নয়; তাই জল-বাদলে ঘরেই বসে থাকি; যখন ভাল হবো তখন আবার মামা-ভাগনে দু'জনে মিলে শিকারে বেরোতে পারবো।"

ঘরে অত খাবার পুঁজি, অথচ নেকড়ে শেয়ালকে কিছু খেতে বললে না,—তাই তার উপর শেয়ালের হ'ল রাগ, আর খাবার গুলোর উপর হলো লোভ।

শেয়াল গিয়ে চুপে চুপে এক ভেড়াওয়ালাকে বললে,—"ওই ওখানে পাহাড়ের গুহাতে একটা বুড়ো নেকড়ে আছে; ও এসে তোমার ভেড়াগুলোকে মেরে খায়।"

ভেড়াওয়ালা গিয়ে নেকড়েটিকে ফেললে মেরে।

তখন শেয়াল গিয়ে সেই গুহাতে ঢুকলে, আর সেখান থেকে একটি মরা ভেড়া টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো। তাই দেখে ভেড়াওয়ালা মনে করলে শেয়ালটিও নেকড়ের সঙ্গে জু'টে তার ভেড়া মেরেছে।

সেই শয়তান শেয়ালটির মাথায় এক ঘা লাঠি বসিয়ে সে তখন তাকেও ফেললে মেরে।

গাধা, সিংহ ও মোরগ

যার বাড়ীতে ছিল একটা গাধা ও গোটাকতক মোরগ। এক সিংহ একদিন সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে চলেছে। গাধাটিকে দেখতে পেয়ে সিংহের ভারি লোভ হ'ল। সে ঠিক করলে,—"ওটাকে খেতেই হবে।"

সিংহটি বাড়ীর কাছে যেতে না যেতেই অমনি একটি মোরগ ডেকে উঠল—"কুক্—কুরু—কূ—কূ"—। যেই তা' শোনা, অমনি সিংহ ছুটে পালাতে লাগলে। সিংহেরা মোরগের ডাক একেবারেই সইতে পারে না।

সিংহকে পালাতে দেখে গাধা ভাবলে,—"একটি মোরগের ডাকে যে ছুটে পালায়, সে কত ভীরু!"

সাহসে বুক বেঁধে গাধাটি সিংহকে তাড়া ক'রে তার পিছু পিছু ছুটলো।

তাকে বেশী দূর যেতে হোল না। খানিক দূরে গিয়ে সিংহটি ফি'রে এক থাবাতেই গাধাটিকে ফেললে মেরে। তখন সিংহ আপন মনে বলছিলো,—

"বোকারা সব নিজেকে বড় মানে;
আপন মরণ আপনি ডেকে আনে।"

বেঙের
নূতন রাজা

নেক দিনের কথা। তখন বেঙদের কোন রাজা ছিল না। তারা সবাই মি'লে আপন আপন ডোবার ভিতর নিজেদের খেয়াল মতো দিন কাটাতো।

তাদের তা' মোটেই ভাল লাগল না। তারা সবাই দল বেঁধে একদিন থপ্ থপ্ করে চললো মানসসরোবরে, যেখানে ঠাকুর দেবতারা থাকেন।

সকলের বড় ঠাকুরকে তারা বললে,—"ঠাকুর পৃথিবীতে পশুপাখী সকলেরই রাজা তো আছে; নেই শুধু আমাদেরই। একটি রাজা দাও আমাদের, আমরা খুব সুখে থাকবো।

ঠাকুর বললেন,—"তাই হবে।" তোমরা তোমাদের ডোবাতে ফি'রে গিয়ে দেখবে, তোমাদের রাজা হয়েছে।"

বিধাতা ঠাকুর তাদের ডোবাতে ফেলে দিলেন খুব বড় একটি কাঠের গুঁড়ি। অত উঁচু থেকে সেটা জলে

ঝপাং ক'রে পড়বার সময় এক ভীষণ আওয়াজ হ'ল। তাতে বেঙগুলো সব ভয়ে আঁৎকে উ'ঠে ডোবার তলায় কাদার ভেতর গিয়ে লুকালো।

একটু পরে তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দেখলে যে তাদের রাজাটি বড় ভাল মানুষ। তার নড়ন, চড়ন আর সাড়া কিছুই নেই। একটু একটু সাহস পেয়ে সবাই রাজার কাছে ঘেঁসতে সুরু করলে।

তার পর দুটি একটি ক'রে সবাই রাজার বুকে, পিঠে, মাথায় চড়ে বসলে। তখন তারা বললে,—"এ কেমনতরো রাজা! এমন গোবেচারী রাজাকে কেউ তো মানবে না।"

তারা আবার দেবতাকে মিনতি ক'রে জানিয়ে দিলে,—"এ রাজাটি কোন কাজের নয়। একটি রাজার মতো রাজা চাই, ঠাকুর, যাকে সবাই ভয় করবে, সবাই মানবে।"

বিধাতা ঠাকুর তখন একটু হাসলেন, আর বললেন,—"বেশ, এবার পাবি তোরা রাজার মত রাজা।"

এই ব'লে তিনি একটি বককে বেঙের রাজা ক'রে দিলেন পাঠিয়ে।

বক এসে এক একটি বেঙ ধরতে লাগলো আর অমনি গিলে ফেলতে সুরু করলে।

বেঙেরা তখন বুঝতে পারলে তাদের বিষম বিপদ ঘনিয়েছে। এই নূতন রাজাই তাদের একেবারে শেষ করে দেবে!

তখন তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ঠাকুরকে মিনতি করতে লাগল। ঠাকুর তখন বললেন,—

"নয়কো যারা খুসী কভু আমার দেওয়া দানে;
এটা ওটা খুঁজে তারা আপন বিপদ আনে!"

ইঁদুরছানা
ও
তার মা

(১)

ল একটি ইঁদুরবুড়ী ; ছিল তার এক ছানা ;
খাবার দেখলে ইঁদুর খোকা শুনত নাকো মানা।
সেদিন খোকা বললে মাকে,—"দেখো মা, ওই ঘরে,
ছোট একটি থালার 'পরে খাবার কত পড়ে!

চল না মা গিয়ে,
খাবার গুলো নিয়ে,
দুজনে বসে খাব ;
খাব আর ঘুমোব ;
ঘুমের পরে উঠে,
খাব আবার লুটে।"

(২)

মা তার তখন খোকার গালে মারলে দুটো চড় ;
বললে,—ওরে বোকা, হাবা, দেখলি কোথায় ঘর ?
ঘর কোথায় দেখলি তুই ? বল না মোরে বল ;
ঐ ইস্ ? ওযে লোহার তারের ইঁদুর-মারা কল!

তুই দেখছি খোকা,
ভারি নিরেট বোকা।
খাবার লোভে পড়ে
যখন ঢুক্‌বি ঘরে,
পড়বি ফাঁদে ধরা ;
অমনি যাবি মারা।
চল রে খোকা, এখান থেকে ঘুমুতে চল যাই।
বুকে আমার থাক্‌বি শুয়ে ভয় কোনো তোর নাই।”

(৩)

মা আর ছেলে দুজনে গিয়ে ঢুক্‌ল তাদের ঘরে ;
নিঝুম রাতে পড়ল শুয়ে খড়ের গাদার ’পরে।
ঘুমিয়ে পড়ল মা ;
খোকা ঘুমুল না।
মায়ের বুকে চোখটি বু’জে দেখছে খোকা কত,
ছোট সে ঘরে থালায় ভরা রুটি, মাখন যত।
উঠল খোকা ধীরে,
মায়ের বুকটি ছেড়ে ;
ঘুমে তখন মা,
কিছুই জান্‌লো না।

(৪)

খোকা যখন রুটির লোভে ঢুকলো যেই ঘরে ;
অমনি সেই দুয়োর খানি পড়লো ধপাস্ ক'রে।
খোকা তখন বিষম ভয়ে চারদিকেতে ঘোরে ;
কেঁদে আকুল ; ডাকছে মায়ে, "বাঁচাও ও মা, মোরে।
"তোমার কথা মা,
হেলা করবো না ;
বলবে যখন যা',
শুনবো তখন তা',
আর কখনো খাবার দেখে লোভ করবো না
বাঁচাও এবার মা !"

(৫)

খোকার কাঁদন শুনে মা তার বিছানা হ'তে উ'ঠে
তাড়াতাড়ি তখন সেথা অমনি গেলো ছু'টে ;
দেখলে, খোকা ফাঁদে
ঘু'রে ঘু'রে কাঁদে !
মা তার তখন কাটতে গিয়ে লোহার তারের দোর,
দাঁত কয়টি ফেললো ভেঙে ; রাতটি হলো ভোর।
তখন চোখের জলে,
খোকারে মা বলে,—
"লোভের নেশায় মায়ের কথায় করলি বাছা হেলা ;—
তার ফলে তোর পরাণটুকু খোয়ালি শেষ বেলা !"

বেঙ বুড়ীর বড়াই

কটি ষাঁড় পচা ডোবার ধারে চর্‌ছিল। সেখানে এক বুড়ী বেঙ তার ছানাগুলি নিয়ে থাকতো।

সেদিন বুড়ী বাড়ী ছিলো না। বেঙের ছেলেরা ষাঁড়ের মতো অত বড় জানোয়ার আর কখনো দেখেনি।

তারা ষাঁড়টিকে দেখে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে রইল। ষাঁড়টি সেই ডোবার ধারে ধারে চরছিলো; তার পায়ের তলায় চাপা প'ড়ে কয়েকটি বেঙের ছানা মারা পড়ল।

একটু পরে ষাঁড়টি গেলো চলে

বুড়ী যখন বাড়ী ফিরলে, তার বড় ছানাটি কাঁকোর কোঁকোর ক'রে চেঁচিয়ে বললে,—"মাগো, মা, কি জানোয়ারই এসেছিলো!—অত বড় জানোয়ার আর কখনো দেখিনি! আমার ভাইদের তিনজন তার পায়ের চাপেই ম'রে গেছে, মা!—বাপরে বাপ! কত বড় জানোয়ার!"

বেঙ-বুড়ীর ধারণা ছিল,—তার মতো বড় জানোয়ার আর কোথাও নেই। সে নিজের পেটটি খুব খানিকটা ফুলিয়ে বললে,—"এত বড়?"

ছোট ছানাটি বললে.—"সে কি মা! এর চেয়ে ঢের বড়!

বুড়ী নিজেকে আরও ফুলিয়ে বললে,—"এতখানি বড়?"

ছোট বড় সব ছানা মিলে এক সুরে ব'লে উঠলো,—"মা, ও হলো না! সেই জানোয়ারের কাছে এ যে কিছুই বড় নয়! ফুলে যদি তুমি চৌচির হ'য়ে ফেটেও যাও, তা হলেও মা, কোনমতে অত বড় হ'তে পারবে না।"

ছেলের মুখে এতবড় কথা শুনে বুড়ীর বিষম রাগ চাপলো। সে দম চেপে আরও ফুলতে লাগলে। একটু পরে হঠাৎ ভুট্ ক'রে গেল তার পেট ফেটে!—আর অমনি বুড়ী অক্কা পেলো!"

বড় ছানাটি তখন কাঁদতে কাঁদতে তার ছোট ভাইদের বললে,—

"বড় বেশী বড়াই করে মারা গেল মা;
আমরা ভাই আর কোনদিন বড়াই কোরব না।"

মৌমাছি ও বোলতা

একদিন মৌমাছিদের দুই দলে বিষম ঝগড়া হ'ল। একদল খেটে খুটে মৌচাক তৈরী করে,—মধু আনে; আর একদল কেবলি বসে বসে খায়! প্রথম দল বললে,—"আমাদের এই মৌচাকে তোমাদের জায়গা হবে না; তোমরা আজই আপন আপন পথ দেখো।"

অপর দল বললে,—"ভালরে ভাল! এই মৌচাকটা তোমাদের হ'ল কবে থেকে? আমরাই তো এই মৌচাক তৈরি করেছি; এর মধু আমরা পাবো। তোমরা এখনি এখান থেকে যাও চ'লে।"

এই ঝগড়া মেটাবার জন্য দুই দল মৌমাছি এক বোলতার কাছে গেলো। বোলতা তাদের কথা কিছু কিছু জানতো; সে বললে,—"তোমাদের দু'দলেরই তো মৌমাছির চেহারা,—দেখতে প্রায় একই রকম,—চলা ফেরাতেও বেশী তফাৎ নেই দেখছি; এই বিষয়টির বিচার একটু গোলমেলে ব'লেই মনে হয়। যাই হোক্, তোমরা এক কাজ করো,—তোমরা দুইদলে দুইটি মৌচাক আলাদা তৈরী করো; যাদের মৌচাকটি দেখতে ঠিক ওই মৌচাকটির মত হবে, তারাই ওটা পাবে।"

কুঁড়ে মৌমাছির দল এই কথা শুনেই রেগে উঠলো,—"বেশ বিচার তো! আমরাই একবার ওই মৌচাকটি বানিয়েছি, আবার বানাবো?" প্রথম দল বললে,—"বেশ তো', আমরা এখুনি অমন মৌচাক আর একটি বানিয়ে দেবো; একটা কেন, দশটা চাই তো' দশটাই হবে তৈরি।"

এ সব শু'নে বোলতা বললে,—"এখন বেশ বুঝা গেলো মৌচাকটি কা'রা বানিয়েছে; আর কা'রা ব'সে ব'সে শুধু মধুর ভাগ বসায়। এই বলে মধুভরা মৌচাকটি প্রথম দলকে সে দিয়ে দিলে।
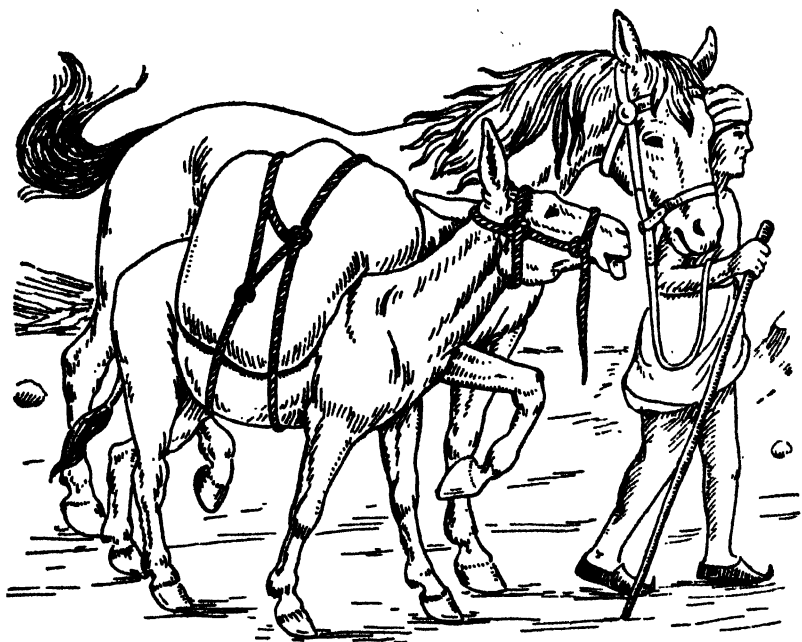
ঘোড়ার বড়াই

এক হাটুরের ছিল একটি ঘোড়া আর একটা গাধা। তাদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে সে যে'ত বাজারে জিনিষ বেচতে। সব বোঝাগুলি সে গাধার ওপরেই চাপাত; আর ঘোড়াটি খালি-পিঠে খুব আরাম ক'রে মনিবের পেছনে পেছনে চলতো।

একদিন গাধার হলো অসুখ। সে অত বোঝা বইতে না পেরে ঘোড়াকে বললে,—"ভাই, এত বোঝা আর বইতে পারি নে তো; যদি কয়েকটা দিন খানিকটে বোঝা তুমি নাও, আমি একটু দম নিতে পারি

তা'হলে আমি দু-চার দিনেই সেরে উঠতে পারবো। নইলে অত বোঝার চাপে একেবারেই মারা যাবো।"

ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে নাকে ফোঁস ফোঁস করতে করতে রেগে বললে,—"অত বাজে ব'কে আমার কান ঝালাপালা করিস নে। তোর বোঝা নেবো আমি! অত আবদার কেন রে বাপু! পরের বোঝা বয়ে বেড়াব, তেমন সখ নেই আমার।"

গাধা বেচারা আর করে কি,—সে বোঝা নিয়ে চোখ-মুখটি বু'জে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলো। কিছু দূর যেতে না যেতেই বোঝার চাপে সে আধমরা হয়ে পথের ওপর গেলো পড়ে।

হাটুরে দুবার লাথি মেরে তাকে উঠাতে চাইলে। গাধা তো উঠতেই পারলো না। তখন সে গাধার পিঠের সব বোঝা গুলো

ঘোড়ার উপর দিলো চাপিয়ে ; আর সেই আধমরা গাধাটিকেও তুলে দিলো বোঝার ওপর।

তখন ঘোড়ার মনে ভারি দুঃখ হলো। তার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। সে বুঝলে, এখন হতে সব বোঝা তাকেই টানতে হবে। তখন সে কাঁদছে আর বলছে—

"আপন সুখের নেশায় যারা পরের দুঃখে উদাসীন,
হাজার দুঃখ তাদের পিঠে চেপে থাকবে চিরদিন।"

ইঁদুর ও বেজী

দুর একটি অনেক দিন খেতে না পেয়ে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো। অনেক খুঁজে সে ধানের গোলাতে একটি ছোট ফুটো বের করলে। তারপর সে ফুটো দিয়ে সে সেই গোলার মাঝে পড়লো ঢুকে।

দশ বারো দিন গেল,—মনের আশ মিটিয়ে ধান খেয়ে ইঁদুর খুব মোটা হ'য়ে উঠলো, আর তার ভুঁড়িটাও গেল বেড়ে।

তখন সেই ছোট ফুটো দিয়ে বেরুতে গেলো সে,—বেরোতে পারবে কেন? পরের ধান খেয়ে সে মোটা হয়েছে। ফুটোটি তো ধান খায়নি যে বেড়ে হ'য়ে যাবে। সেটা যেমন সরু তেমনই ছিল। সে ফুটো দিয়ে ইঁদুর বেরোতে পারলে না।

মাথাটা তো তার মোটা হয় নি, মোটা হয়েছিল পেট। তাই মাথাটা ফুটোর বাহিরে থাকল, আর পেটটা ফুটোর মাঝে গেলো আটকে।

নখ দিয়ে খানিকটা হাঁচড়-পাঁচড় করল সে—কিছুই ফল হলো না। শেষে লাভ হ'লো এই—পেটটা এমন কষে ফুটোতে আটকে রইল যে, সে মাথ-পেট গোলার ভিতরে টেনে আনতে পারলে না। তখন আর করে কি, কীচ্-কীচ্ চীৎকার।

এক বেজী সেদিক দিয়ে যেতেছিলো,—শুনল সে সেই চীৎকার। কাছে এসে বেজী ইঁদুরকে বললে,—"রসো, রসো; আমি তোমাকে টেনে বের করছি, একটু চুপ ক'রে থাক তো ভাই।"

এই ব'লে সে ইঁদুরের মাথাটি এক কামড় দিয়ে ধরলে ক'ষে; তাকে যখন টেনে সে বের করলো, তখন দেখা গেল ইঁদুরের সেই সাধের ভুঁড়িটি গেছে ফেটে,—ইঁদুরটিও গেছে মরে।

বেজী আর করে কি,—সে ইঁদুরের মাংস পেট ভ'রে খেয়ে সেখান থেকে গেল চ'লে।

চিতাবাঘ ও শেয়াল
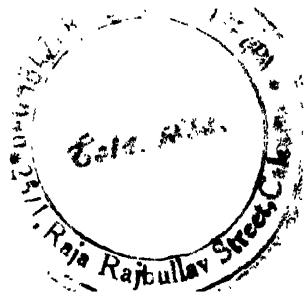
জনের দেখা হ'ল পথের মাঝে। আলাপ করতে করতে কথা কাটাকাটি হ'ল,—কে বেশী দেখতে ভাল, এই নিয়ে।

চিতাবাঘ বললে,—"দেখ না, আমার হল্‌দে কোটের উপর কেমন কালো কালো বুটি রয়েছে!"

শেয়াল বললে,—"গায়ের উপর রঙ-বেরঙের এত দাগ থাকার চাইতে মাথার ভেতর হরেক রকম চালাকি থাকাই তো ভাল। শিকারীর এক গুলিতেই তো তোমার দফা-রফা; আর সারাদিন খুজে খুজে সে আমার লেজের ডগাটিও যে দেখ্‌তে পায় না! তাই, ভাই, ভেবে দেখ, গায়ের উপর এক শো দাগ ভাল, না মাথার খুলির মাঝে দু দশ ফোঁটা চালাকি থাকা ভালো!

"কি হয় ছাই গায়ের রঙে?
দুনিয়া ভোলে চালের ঢঙে!"

বুড়ো চাষা তার ছেলে আর গাধা

ড়ো চাষা ও তার ছেলে গাধা একটা নিয়ে এক মেলাতে চলেছে। গাধাটা বেঁচে যে টাকাটি পাবে, তাতে ছেলের জামা তৈরি করতে হবে, জুতো কিনতে হবে। ছেলের সখ হয়েছে জামা-জুতো চাইই। বাপ-বেটা হাতে তুই লাঠি নিয়ে গাধাটিকে মেলার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

পথে কয়েকটি মেয়ে তাদের দেখে বললে—"এমন বোকা তো আমরা তুনিয়ায় আর কোথাও দেখিনি! নিজেদের এতবড় একটি গাধা রয়েছে, গাধাটির উপর না চড়ে নিজেরা চলেছেন হেঁটে!"

বুড়ো তা' শু'নে ছেলেকে বললে—"বাবা, তুই গাধার উপর চড়্,

আমি হাঁটি।" ছেলেটি গাধার ওপর চড়লো, আর বাপ গাধার পাশে পাশে হেঁটেই চললো।
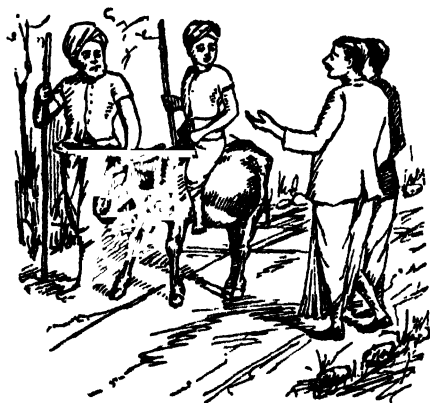
এমনি ক'রে কিছু দূর তারা গেলো। দুটি বাবু সে পথে আসছিলো। ছেলেটিকে গাধার ওপর চ'ড়ে যেতে দে'খে তারা বললে—"দেখ, দেখ, ছেলেটি কি হতভাগা! বুড়ো বাপ বেচারী হেঁটে হেঁটে চলেছে আর ও হতভাগা গাধার পিঠে চড়ে নবাবের মত চলেছেন! দিন-কাল হ'ল কী! নেমে আয় বোকা ছেলে, তোর বুড়ো বাপকে গাধার উপর চড়তে দে।"

তাদের কথা শুনে ছেলেটি আর মুখ ঢাকবার পথ পায় না। তাড়াতাড়ি নেমে সে চললো হেঁটে; বাপ গাধার পিঠে চড়ে চল্‌তে লাগলো। তারা যখন আধ মাইল পথ গিয়েছে—এমন সময় দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে তাদের দেখে ব'লে উঠলো—

"হায়, দেখ বুড়েটার কি দয়া মায়া নেই? এই রোদে নিজের এই কচি ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে, আর নিজে গাধার পিঠে চড়ে বসেছেন। আহা, বাছাটি গাধার পিছনে পিছনে হাঁটতেই তো পারছে না।"

তাদের কথা শুনে বুড়োর মাথা একেবারে হেঁট। এখন আর করে কি—ছেলেকে চড়তে দিলেও লোকে গাল দেয়,—নিজে চড়লেও লোকে খারাপ বলে। অনেক ভেবে সে তার ছেলেকেও গাধার ওপর তু'লে নিয়ে বসালে। দুজনে গাধাটির পিঠে চেপে ব'সে চললো

তারা মেলার কাছে এসে পৌঁছেছে, এমন সময় একটি লোক একটি গাধার পিঠে দুজনকে চড়তে দেখে হেসে হেসে বললে—"এ গাধাটি কি তোমার নিজের ?" বুড়ো বললে,—"হাঁ, বাবু।"

সেই লোকটি বললে,— "তোমাদের কাজ দেখে তো তা' মনে হয় না।—ছোট একটি গাধার পিঠে তোমরা দু'জন চেপেছ ; গাধাটি এখনি মরে যাবে যে ! তোমরা দুজনে গাধাটিকে কাঁধে ক'রেই তো নিতে পারো !"

বুড়ো বললে—"ঠিক, বাবু, ঠিক বলেছেন—তাই করছি।" তখন

বাপ-বেটা মিলে গাধাটার পাগুলি বেঁধে তার ভেতরে একটি বাঁশ চালিয়ে দিয়ে গাধাটিকে দুজনে তু'লে কাঁধে চাপালো।

সামনেই এক নদী—তার এপার ওপার একটি খুব বড় সাঁকো। একটা গাধাকে পা বেঁধে দুজন লোক কাঁধে ক'রে চলেছে দেখে তাদের পিছনে পিছনে তামাসা দেখতে অনেক লোক ছুটতে লাগলো। এদিকে লোকের ভিড় যতোই বাড়ছে, তাদের হাসি-তামাসার চীৎকারও বেড়ে উঠছে ততো। বুড়ো ও তার ছেলে যখন সাঁকোর মাঝখানে এসেছে গাধাটি লোকের চীৎকারে ভয় পেয়ে চার পায়ে লাথি ছুঁড়ে, বাঁধন ছিঁড়ে ছিটকে পড়ে গেলো নদীর মাঝখানে। অথই জল, গাধা সেখানে ডুবে মরলো।

বুড়ো তখন দুঃখ ক'রে বলছিলো—

"হাজার জনের হাজার কথায় যে জনা দেয় কান
তার কপালে দুখ-অপমান—শেষে লোকসান!"

ও
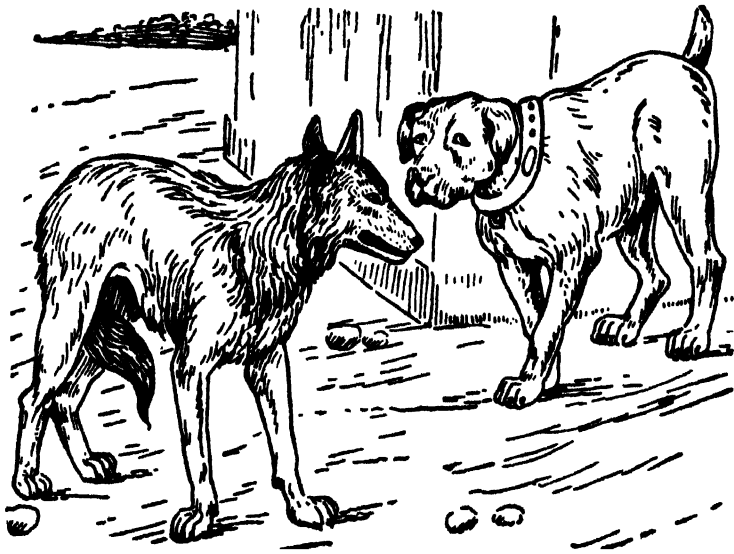
নেক ড় বাঘে

ক বাড়ীর দরজায় একটি মোটা কুকুর পাহারা দেয়। এক রাতে চাঁদের ফুটফুটে আলোতে আকাশ ভ'রে গিয়েছিলো।

এক নেকড়ে-বাঘ শিকার খুঁজতে খুঁজতে ঠিক ঐ বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির। অনেকদিন কোনও শিকার মেলে নি, তাই খেতে না পেয়ে নকড়েটা বেজায় কাহিল ও রোগা হয়ে পড়েছিলো।

নেকড়ে বললে কুকুরকে,—"আমার পেরণাম নাও, ভাই! তোমার শরীরটি কেমন মোটা সোটা নাদুস নুদুস হয়ে উঠেছে। তুমি রোজ দুবেলা পেটটি ভ'রে বেশ খেতে পাও, আর আমি হতভাগা সারা বন ঘু'রে ঘু'রে তিন দিন তিন রাতেও একটি শিকার জুটোতে পারিনি। উপোসে মারা যাবার যোগাড়, দেখোনা, ভাই!"

কুকুর বললে,—"এত দুঃখ তোমার? তুমি আমার মনিবের বাড়ী পাহারা দিতে রাজী আছ তো? তা হ'লে আমার সাথে তোমার দুবেলা বেশ খাবার জুটে যাবে।"

নেকড়ে বললে,—"খুব রাজি আছি, ভাই! খুব রাজি! রোদে, জলে, হিমে, বাতাসে, কাঁটা বনের ভিতর ঘু'রে ঘু'রে বেড়ানোর চেয়ে এমন ঘরে থাকব, দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পাব,—এ কি আমার কপালে জুটবে?"

কুকুর বললে,—"চলো, ঘরের ভিতরে মনিবের কাছে।"

এই বলে কুকুর যেই বাড়ীর পানে তাকিয়েছে, অমনি তার গলায় আঁটা রূপোর বক্‌লসে চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক ক'রে উঠল। নেকড়ে কুকুরকে বললে,—"ও ভাই, তোমার গলায় ওটা কি?"

কুকুর বললো,—"ও কিছু না। দিনে একটি শিকল দিয়ে আমার মনিব আমায় বেঁধে রাখে কি না! তাই এই বক্‌লসটির আংটা গলায় থাকে;—দেখ দিকি কেমন চক্‌চকে রূপোর বক্‌লস——!"

"গলায় শিকল!"—ব'লে নেকড়েটি অমনি এক লাফে দশ পা পিছিয়ে দাঁড়ালো। "তা' হ'লে তো তুমি তোমার খেয়াল মতো ঘুরতে ফিরতে পারো না দেখ্‌ছি!"

কুকুর ব'লে উঠল,—"পারবো না কেন ? আমার মেজাজটি একটু গরম কিনা, তাই দিনে আমায় বেঁধে রাখে,—আমি সারাদিন প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোই ; রাতে একেবারে ছাড়া পাই আমি,—যেখানে খুসী সেখানে যেতে পারি !—কি হে ? তুমি যে চল্‌লে ফি'রে ?"

নেকড়ে তখন বললে,—

"সোণার শিকল গলায় নিয়ে
ভোজে রুচি নেইকো মোটে,—
উপোস করে মরাও ভালো,
শিকার যদি নাইবা জোটে ।"

সাপ
ও
খা

কটি সাপ এক কামারের দোকানে গিয়ে খাবার খুঁজছিলো। কিছুই না পেয়ে, একটি উখা ছিল মাটিতে পড়ে, সাপ সেই উখাটি কামড়াতে লাগলো। তখন উখা বললে,—"ভাই, আমায় ছেড়ে দাও,—আমায় কামড়াতে কামড়াতে তুমি যে তোমার দাঁতগুলিরই দফা-রফা করবে; অথচ আমার এক রতিও খসাতে পারবে না।
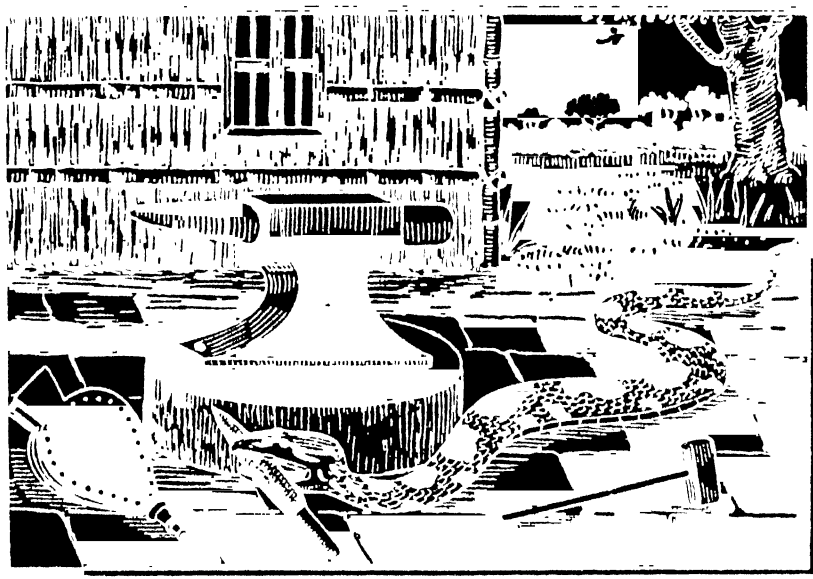
"মনে রেখো,—আমি—
লোহা খেয়ে করি হজম,
তুমি আমায় করবে জখম ?
তোমার মত বোকা রতন,
দেখিনি ক' কোথা !
পারবে না ক' আমায় খেতে ;
খিদে তোমার রইবে পেটে ;
মিছে তুমি মরবে খেটে,
দাঁতটি ক'রে ভোঁতা !"

ঘোড়া আর কুকুর

একটি গামলায় ক'রে ঘোড়াকে দানাপানি দেওয়া হ'ত। কুকুরটি দেখলে যে ঘোড়া বেশ মজা ক'রে গামলা-ভরা ভিজে ছোলা ও ঘাস চিবিয়ে চিবিয়ে খায়, আর তার কপালে মাংস রুটি জোটেই না। উঠানে তাকে যে মুঠো দু' ভাত ফেলে দেয় তাই খেয়ে তাকে কোন মতে পেট ভরাতে হয়। তখন সে ভাবলে— "ঘোড়ার কত আদর! আর আমার দিকে কেউ তাকায় না। এইবার ঘোড়া বাবাজী যে কি ক'রে ভিজে ছোলা আর কচি ঘাস খান তা দেখ্‌তে হবে।"

এই না ভেবে সে লাফিয়ে গামলার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘোড়া দানা খেতে মুখ বাড়ালেই অমনি ঘেউ ঘেউ করে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিতে লাগলো।

তা' দেখে ঘোড়া বললে,—"আঃ!—এমন হিংসেটে তো কখনও দেখিনি! নিজে তো একটি দানা, কি একগাছি খড় কোন দিনও খাবে না, আর যারা খাবে তাদেরও খেতে দেবে না!

"পরের ভালোয় হিংসে যারা করে,
কোন্ সুখেতে জীবন তারা ধরে?"

বানরে

আর

উটে

কদিন পশু পাখীরা সবাই মি'লে বানরের নাচ দেখছিলো। বানর নানা রকম নাচ দেখিয়ে সবাইকে এমন অবাক ক'রে দিলে যে সবাই মি'লে বলতে লাগল,—"বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার!"

তা দেখে উটের হলো ভারি রাগ। সে ভাবলে,—"আমি বানরের চেয়ে কিসে কম?"

এই মনে ক'রে উট দুই লাফে সবার সামনে এসে তালে তালে তালগাছের মতো দীঘল পা দুটি ধপাস্ ধপাস্ ক'রে ফেলে নাচতে সুরু ক'রে দিলে।

একে উটের অমন খারাপ চেহারা, তার উপরে তার পিঠে কুঁজ।

সিংহের সাথে শিকার

সিংহ, বাঘ আর ভালুকে মিলে শিকার করতে গেল। তারা খুব মোটা একটি হরিণ মেরে নিয়ে এলো। ফি'রে এসে তিনজনে বসলো শিকার ভাগ করতে।

সিংহ হরিণটিকে সমান তিন ভাগ করতে লাগল। বাঘ ও ভালুক কে কোনটা নেবে তাই ব'সে ব'সে ভাবছিলো।

এমন সময় সিংহ বললে,—"তোমাদের রাজা ব'লে এই তিন ভাগের একভাগ তো আমি পাবই ; এত খেটে যে শিকার করেছি তার দরুণ ও ভাগটিও আমার। আর এই যে শেষ ভাগটি রইলো,—তোমাদের যার সাহস থাকে সে আমার সমুখ থেকে এটা নিয়ে যাও দেখি।"

তখন সবাই সিংহের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

তাদের দশা দেখে এক শেয়াল ধরলো গান,—

ধনীর সাথে কাঙালেরা মিশতে যদি চাও,
সব হারিয়ে বসবে পথে, কাঁদবে হাউ হাউ।
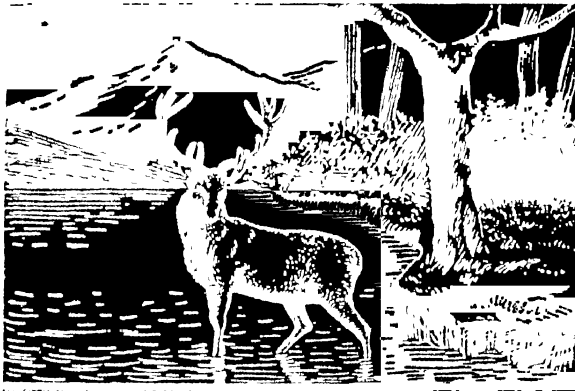
হরিণের বিপদ

পাহাড়ের কোলে এক নদী; আয়নার মত জল তার। সেদিন খুব গরম পড়েছে; তাই এক হরিণ নদীর ধারে গেল জলপান করতে।

হরিণ নামল জলে; চুক্ চুক্ করে খানিক জল খেল। তারপরে কাচের মত জলের দিকে চোখ পড়তেই হরিণ দেখল নিজের ছবি। হরিণ তখন ভাবলে,—"বাঃ, চেহারা বটে! এমন শিঙের বাহার কার আছে? কত বড়! কেমন চমৎকার ডালপালা,—জলের ভেতর তক্ তক্ করছে! সিংহের, বাঘের তো শিঙই

লোভী
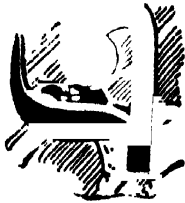
এই কুকুরটি কসাইএর দোকান থেকে এক টুক্‌রো মাংস মুখে ক'রে ছুটেছে। তার সামনে ছোট একটি নদী। নদীর ওপরে ছোট একটি সাঁকো।

সাঁকোর ওপর দিয়ে সে চলছে, আর নীচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলি দেখছে, যেন আর একটি কুকুর ঠিক তারই মতো আর এক টুক্‌রো মাংস মুখে নিয়ে কাচপারা জলের ভিতর দিয়ে তার সাথে সাথে চলেছে!

সে মনে করলে,—তার ভয়েই যেন ঐ কুকুরটি জলের ভেতর দিয়ে ছুটেছে। ঐ মাংসের টুক্‌রোটি কেড়ে নিতে তার ভারি লোভ হ'ল।

যেই সে হাঁ ক'রে ঐ মাংসের টুক্‌রোটি কেড়ে নিতে মুখ বাড়ালো, অমনি তার নিজের মুখের মাংসটুকু নদীর জলে ঝুপ্ ক'রে গেল প'ড়ে।

তখনি তার হুশ্ হ'ল!—সে বুঝতে পারলে যে জলের নীচে ওটা কুকুর নয়, ওটা তারি ছায়া।

তখন সে বড় দুঃখ ক'রে বল্‌লে,—

পরের ধনে লোভ হ'লে,
নিজের সবি যায় জলে।

শেয়াল-সারস

য়াল তার বাড়ীতে খেতে বললে সারসকে। শেয়াল ভারি চালাক কিনা,—সে সারসটিকে বোকা বানিয়ে তামাসা দেখবে, এই মনে ক'রে একখানা খুব বড় থালাতে মাংসের সূপ তৈরি ক'রে আনলে।

সারসের ঠোঁট খুব সরু। সে থালা থেকে সূপ এক ফোঁটাও খেতে পারলে না; শুধু দুবার থালাখানি ঠুক্‌রে ব'সে রইলো চুপচাপ। আর শেয়াল জিভ দিয়ে চক্ চক্ ক'রে সব সূপ চেটে খেয়ে ফেল্‌লে।

সারস মনে মনে খুব চটে গেল। এ'তো রাগবারই কথা! সে ঠিক কর্‌ল, এর শোধ নিতেই হবে। মনের রাগ চেপে এক গাল হেসে সে যাবার সময় বললে,—"ভাই, আমার বাড়ীতে কাল তোমার খেতে হবে।"

লোভী শেয়াল বললে,—"বেশ; সকাল সকাল যাবো আমি।"

পরদিন শেয়াল ঠিক সময়ে সারসের বাড়ী হাজির।

খুব সরু গলা, সরুমুখ এক ভাঁড়ে ক'রে খাবার নিয়ে সারস বলল,—"চল ভাই, খেতে বসি।"

শেয়ালের মাথাটা বড়, ঘাড় মোটা; সে ঐ ভাঁড়ের ভিতর কোনমতে মুখ ঢোকাতে পারলে না; সারস তার সরুগলা আর সরু ঠোঁট ঐ ভাঁড়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বেশ মজা ক'রে চোঁ চোঁ ক'রে মাংসের সূপ চুষে নিতে লাগলো।

শেয়াল আর করে কি,—কেবলি বসে বসে ঐ ভাঁড়ের গলা চাট্‌তে লাগলো। যাবার বেলা সে দুঃখ ক'রে বললো,—

দোষ কি তোমার সারস ভায়া?
বেশ করেছো, ভাই।
তোমায় যেমন ভোজ দিয়েছি,
তুমিও দিলে তাই!

কাক আর শামুক

গরের ঢেউয়ের চোটে একটি শামুক ডাঙায় এসে পড়েছিল। এক কাক তাকে দেখতে পেয়ে অনেক রকম ক'রে শামুকের ভিতরকার মাংস খেতে চাইলে, কোন মতেই সে শামুকের মুখ খুল্‌তে পারলে না।

একটি চিল তখন সেদিক দিয়ে উড়ে যেতেছিল। সে কাকের দশা দেখে ডেকে বললে,—"তুমি ওটাকে ঠোঁটে ক'রে তু'লে

আকাশে উঁচুতে উড়ে গিয়ে ওই পাথর খানার উপরে ফেলে দাও না। তা'হলে তো নিজের ভারেই ওর খোলাটা গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যাবে।

কাকটি চিলের কথামত শামুকটি নিয়ে পাষাণের উপর দিলে ফেলে। শামুকের খোলাটি চুরমার হয়ে গেল ভেঙে, আর চিলটি এসে ছোঁ মেরে মাংসের দলাটা নিয়ে গেল উড়ে!
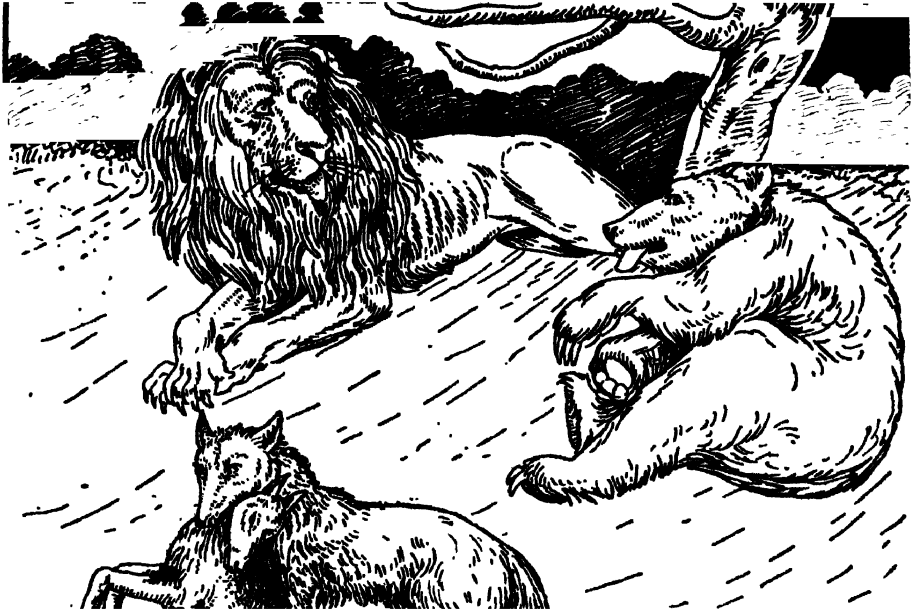
সিংহ-ভালুকে

সিংহ আর ভালুকে খুব লড়াই হ'ল সারাদিন ধ'রে—একটি হরিণ ছানা নিয়ে। ছানাটি কে খাবে,—তাই নিয়ে এত ঝগড়া। দুজনেই সমান সমান; দুজনেই খুব ক'রে লড়ল; লড়াইএর পর দুজনেই খুব কাহিল হয়ে জিভ বা'র ক'রে মাটিতে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল।

উঠবার আর বল নেই কারো তখন। দুজনের টানাটানিতে, আঁচড়-কামড়ে হরিণ-ছানাটি আগেই গিয়েছিলো ম'রে।

শেয়াল খুব চতুর কিনা ; সে বনের আড়ালে দাঁড়িয়ে' মজার লড়াই দেখলো খুব। তারপর সে সুযোগ বুঝে তাদের মাঝখান থেকে মরা হরিণ-ছানাটি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলে গেলো।

যাবার বেলা সে মনে মনে বলছিলো,—

দুই মরদে লড়াই ক'রে
ভাঙলি নখ ও দাঁত।
চালাক যে, সে মাঝখানেতে
শিকার করলো হাত।

নাচ যে কি রকম বেমানান দেখতে হলো, তা' বুঝতেই পারছো।

পশুরা সবাই মিলে হাসবে কি রাগবে বুঝতে পারলে না। শেষে সবাই মিলে তাকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বললে,—

"যার যা কাজ তার তা' সাজে
অপর লোকের লাঠি বাজে।"

কাক ও শেয়ালে

য়াল গাছের তলায় ব'সে ভাবছিলো,—"সকাল থেকে একটুও খাবার জুটল না ; কি করে দিনটা কাটাই ?"

এমন সময় একটুকরা মাংস নিয়ে একটি কাক গাছের ডালে গিয়ে বসলো।

কাকের দিকে তাকিয়ে শেয়াল দেখলে, বেশ তুলতুলে এক টুকরা মাংস কাকের ঠোঁটে রয়েছে। শেয়াল মনে মনে ঠিক করলে—"ঐটে আজ আমার চাইই।"

একটু ভেবে সে কাকের দিকে তাকিয়ে বললে,—"আহা, তোমার রঙটি কেমন চকচকে; মেঘের কাজল-রঙগুলি সব যেন তোমার বুকে

মাখানো রয়েছে! ঠোঁটটি কেমন সূঁচালো! কি চমৎকার তোমার চোখ দুটি' ঠিক যেন দু'টুক্‌রো হীরে! পায়ের আঙুলগুলি কেমন সরু! আর তোমার গলাটি দেখলে তো ঈগল পাখীকেও হার মানতে হয়! ঠাকুর তোমার মত পাখীকে যে বোবা করেছেন এই যা দুঃখ। আহা, তোমার অমন গলায় একটু গান যদি শুনতে পেতুম, কান আমার জুড়িয়ে যেত!"

শেয়ালের কথা শুনে বোকা কাক মনে মনে খুব খুসী হলো—আর ভাবলে,—যে তার গান শুনলে শেয়াল একেবারে অবাক হ'য়ে যাবে! তাই সে গান গাইতে যেই ঠোঁটদুটি খুললে, অমনি মাংসের টুকরোটি শেয়ালের সামনে গিয়ে পড়লো। শেয়াল তা' খেতে খেতে গাইলো—

"ওরে বোকা কাক,—
থামারে তোর ডাক;
মেখে ছাইয়ের রঙ্
করিসনে আর ঢঙ্!"